



Update Mini **ATIKUL'S**
POWER SECTOR e-Book

First Edition August 2023



Prepared By Md. Atikul Islam

Founder Group of Engineers

সংগ্রহ করুন আমাদের পাওয়ার সেক্টর বই। Bangladesh Rural Electrification Board ,
DESCO, PGCB, NPCBL, BPDB সহ সকল পাওয়ার সেক্টর পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কমনপ্রাপ্ত একটি
বইয়ের সঙ্গে থাকুন।

Visit Our website:

Visit Our Facebook Group: <https://www.facebook.com/groups/engineering.learning/>

Scan Our Group QR Code



ATIKUL'S POWER SECTOR JOB SOLUTION

GROUP OF ENGINEERS
LET'S BUILD A FUTURE

- Most common Obtained in past Power sector exam
- 600+ Power sector MCQ (AE & SAE BUET EXAM).
- Seen QR Code for UPdate Power Sector

CONTACT US

+880 1706 234613

fb://group/578198002640866?ref=share

Also in our fb GROUP & PAGE

GET THE BOOK

রকমারি DUET AREA

Price 350 TK

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	(Bangladesh Power Development Board)	পৃষ্ঠা নং
	Power Sector (Bangladesh Power Development Board & Others)	

	Power Sector (Bangladesh Power Development Board & Others)	
--	---	--

বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও বাপবি বোর্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ মোট ৬ টি	
ক্রমিক নং	বিবরণ
1	এক নজরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ
2	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের নাম, বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা, প্রতিষ্ঠা লাভ, সর্বোচ্চ চাহিদা ও সিস্টেম লস।
3	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)
4	Bangladesh Power Development Board
5	Dhaka Power Distribution Company Limited
6	Dhaka Electric Power Supply Company Limited
7	Bangladesh Rural Electrification Board

LET'S BUILD A FUTURE

এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের বিষয় সমূহ (বাংলাদেশ)

Group of Engineers



উপরের ফেসবুক কোডটি স্ক্যান করে আমাদের সঙ্গে থাকুন।



নিচের ছকের সবসময় আপডেট তথ্যের জন্য উপরের দুটি কোডটি স্ক্যান করুন।

আপডেট সেপ্টেম্বর ২০২৩	আপনার জন্য আপডেট তথ্য লিখুন
* বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও): 28134 MW	
* সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন : 15648 MW (১৯ এপ্রিল, ২০২৩) রাত ৯টা	
* গ্রাহক সংখ্যা: ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ।	
* মোট সঞ্চালন লাইন (সা: কি:মি): ১৪৯৩৪	
* গ্রীড সাব স্টেশন ক্ষমতা (MVA): ৬৩৮৯৫	
* বিতরণ লাইন (কি:মি): ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার	
* বিতরণ লস: ৭.৬৫% (আগস্ট ২০২৩)	
* মাথা পিছু উৎপাদন (কি:ও:আ): ৪ ৬০২	
* বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ১০০%	
* সিস্টেম লস বছর ভিত্তিক: ২০২২-২৩	
১ (বিতরণ লস ও সঞ্চালন লস): ১০.৩৩%	
২ বিতরণ লস: ৭.৬৫%	
৩ সঞ্চালন লস: ৩.০৭%	
৪ পিজিসিবির সঞ্চালন লস: ৩.০৭%	
* সোলার হোম সিস্টেম: ৬০ লক্ষ।	
* প্রি- পেইড মিটারস্থাপন: ৫৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৪	

তথ্য পরিবর্তনশীল-পরীক্ষার আগে নিয়মিত www.powercell.gov.bd ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন এবং আপডেট তথ্যের জন্য কোডটি স্ক্যান করুন।
এক নজরে বিদ্যুৎ





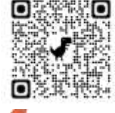



এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতি: আপডেট সেপ্টেম্বর ২০২৩

ক্রমিক নং	বিষয়	২০০৯ সালের শুরুতে	আগস্ট ২০২৩	অগ্রগতি
১	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	২৭	১৫২	(+) ১২৫
২	অবসরকৃত বা মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা		০৮	
৩	ত্রিডিমেনশনাল বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (বিদ্যুৎ আমদানি ও অন-গ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) (মেঃ ওঃ)	৪৯৪২	২৮১৩৪*	(+) ২৩১৯২
৪	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩২৬৮ (৬ জানু, ২০০৯)	১৫৬৪৮ (১৯ এপ্রিল ২০২৩)	(+) ১২,৩৮০
৫	সঞ্চালন লাইন (সাঃ কিঃ মিঃ)	৮০০০	১৪,৯৩৪	(+) ৬,৯৩৪
৬	গ্রিড উপকেন্দ্র ক্ষমতা (এমভিএ)	১৫৮৭০	৬৩,৮৯৫	(+) ৪৮,০২৫
৭	বিদ্যুৎ আমদানি (মে.ও.)		২৬৫৬	(+) ২৬৫৬
৮	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	২ লক্ষ ৬০ হাজার	৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৬৭.৫৪	+৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৬৭.৫৪
৯	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ৮ লক্ষ	৪ কোটি ৫৪ লক্ষ	(+) ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ
১০	সেচ সংযোগ সংখ্যা	২ লক্ষ ৩৪ হাজার	৪ লক্ষ ৭৩ হাজার	(+) ২ লক্ষ ৩৯ হাজার
১১	বিতরণ সিস্টেম লস	১৪.৩৩ (২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে)	৭.৬৫ (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	(-) ৬.৬৮
১২	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত %	৪৭	১০০	(+) ৫৩%
১৩	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃ ওঃ আঃ)	২২০	৬০২(ক্যাপিটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	(+) ৩৮২
	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচ বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২৬৭৭	৩৫,৪৪০.৪৫	(+) ৩২,৭৬৩.৪৫

তথ্য পরিবর্তনশীল-পরীক্ষার আগে নিয়মিত www.powercell.gov.bd ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন এবং আপডেট এসকল তথ্যের জন্য কোডটি নিয়মিত স্ক্যান করুন। প্রতিটি পাওয়ার সেক্টর পরীক্ষার পূর্বে আপডেট তথ্য লেখার জন্য উপরের ঘরটি ফাঁকা রাখা হল।

বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের নাম, বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা, প্রতিষ্ঠা লাভ ও সর্বোচ্চ চাহিদা

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	পরিবর্তনশীল গ্রাহক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠা লাভ	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সিস্টেম লস	
০১	Bangladesh Power Development Board (BPDB)	৩৬,৭০.৮১৬ প্রায় ৩৭ লক্ষ (২০২২)		১ মে ১৯৭২ সাল	১৬০০ মেগাওয়াট	৮.১০%
০২	Northern Electricity Supply Company Limited (NESCO)	১৮,১৩,৩৩৭ (২০ আগস্ট ২০২৩)		১ অক্টোবর ২০১৬ সাল	৮৫৬ মেগাওয়াট	৯.৯২%
০৩	Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC)	১৬৬১৪২৭ (২০ আগস্ট ২০২৩)		১ জুলাই ২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু	১৮০৬ মেগাওয়াট	৬.০৬%
০৪	West Zone Power Distribution Company Limited (WZPDCL)	১৫,০৯,৩৫৪ জন (২০ আগস্ট ২০২৩)		৪ নভেম্বর ২০০২ সাল	অফ পিক ৭৪৮ পিক ৭৩২ মেগাওয়াট	৭.০৩%
০৫	Dhaka Electric Power Supply Company Limited (DESCO)	১২,৪০,১৪০ জন প্রায় ১১ লক্ষ ২০ আগস্ট ২০২৩		৩ নভেম্বর ১৯৯৬ সাল	১৪৭৫ মেগাওয়াট	৫.৭২%
০৬	Bangladesh Rural Electrification Board (BREB)	৩৪৮২৭৬৯০ জন ২০ আগস্ট ২০২৩		২৯ অক্টোবর ১৯৭৭ সাল	৯৮০১ মেগাওয়াট	৮.৫৬%

LET'S BUILD A FUTURE

সিস্টেম লস

Scan It For Update



তথ্য আপডেট পেতে উপরের কোডটি স্ক্যান করুন

System loss is one of the key performance indicators. To achieve desirable performance and viability of the sector, there is no alternative to bring down the system loss to an acceptable limit. Various measures like continuous monitoring of the performance of the utilities, reforms & target-oriented measures are underway to reduce the system loss. The system loss (distribution) comes down to 9.35% this year as against 9.60% in previous year.

Year wise System Loss Statistics

FY	BPDB	REB	DPDC	DESCO	WZPDCO	NESCO	DISTRIBUTION	TRANSMISSION	TRANSMISSION & DISTRIBUTION
2022-23	8.10%	8.56%	6.06%	5.72	7.03%	9.92%	7.65%	3.03%	10.33%
2021-22	8.10%	9.00%	6.13%	5.62%	7.44%	9.92%	7.74%	2.89%	10.41%
2020-21	8.50%	9.67%	6.77%	5.58%	7.88%	10.49%	8.48%	3.05%	11.11%
2019-20	8.99%	9.90%	6.67%	6.32%	8.27%	10.62%	8.73%	2.91%	11.23%

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

এক নজরে শ্রেডা



১.০ পরিচিতি

বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত হ্রাস করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে জ্বালানি সাশ্রয়, সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধকল্পে ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) গঠিত হয়। অতঃপর ২০১৪ সালের ২২শে মে শ্রেডার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ১৭ জুন ২০২১

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে যা চট্টগ্রামের কাগুই-এ কর্ণফুলী নদীর উপর দেশের প্রথম পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে ১৯৫৭ সালে শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে এই কেন্দ্রে ৫০ মে.ওয়াট কাপলান টাইপের টার্বাইন সম্বলিত চতুর্থ এবং পঞ্চম ইউনিট স্থাপন করা হয় যাতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩০ মে.ওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সিলেটে প্রথম সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) কর্মসূচী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯৬ সালে এসএইচএস চালু হওয়ার পর থেকে এটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচী। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইডকল এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত সমন্বিত কর্মসূচীর কারণে এর সংখ্যা বাড়ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের মধ্যে সৌর শক্তি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং বায়োগ্যাস ও বায়োমাসের রয়েছে সীমিত ব্যবহার। বাংলাদেশ প্রতিদিন গড়ে ৪.৫ কিলোওয়াট আওয়ার/বর্গমিটার সৌর বিকিরণ লাভ করে।

বায়ু বিদ্যুতের জন্য সম্ভাবনা এখনো গবেষণাধীন। বর্তমানে ১৩ টি স্থান থেকে বাতাসের উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে।

Renewable Energy Installed Capacity: 1194.03 MW

Techology	Off-grid (MW)	On-grid (MW)	Total (MW)
Solar	365.7	594.34	960.04
Wind	2	0.9	2.9
Hydro	0	230	230
Biogas to Electricity	0.69	0	0.69
Biomass to Electricity	0.4	0	0.4
Total	368.79	825.24	1194.03

ক্রমিক নং ১

Bangladesh Power Development Board



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সংক্ষেপে	পিডিবি
গঠিত	1 May 1972
ধরন	সরকারি
চেয়ারম্যান	প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রহমান
প্রধান প্রতিষ্ঠান	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠা সালঃ ১৯৭২ সালের ১লা মে

কার্যক্রম শুরু : ১৯৭২ সালের ৩১ শে মে তখন ওহঃঃধঃষঃবঃফ ঈধঃঢঃধঃপঃরঃ ছিল ৫০০গড.

□কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণ করা হয় ১৯৫৫ সালে।

কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

*ইউনিট ১,২ চালু হয় ১৯৬২ সালে। পোল সংখ্যা ৫৬ □ইউনিট ১,২ প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ মেগাওয়াট করে।

*ইউনিট ৩ চালু হয় ১৯৮২ সালে। পোল সংখ্যা ৫২।

- * ইউনিট ৪,৫ চালু হয় ১৯৮৭ সালে। পোল সংখ্যা ৪৪
- * ইউনিট ৩,৪,৫ প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ মেগাওয়াট করে।
- * কাপলান টারবাইন ব্যবহৃত হয়েছে।
- * ক্যাচমেন্ট এরিয়া ৪২৫০ বর্গমাইল।
- * কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৭.৪ মেগাওয়াট এর একটা সোলার প্যানেল রয়েছে।
- * কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৫৬ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করেছে তৎকালীন ওয়াপদা।
- * সূর্যজয়ন্তী : ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সূর্যজয়ন্তীতে বিশেষ গ্রাহক সেবা দিবস পালন করে ৩১/০৫/২০২২ ইং তারিখ।

১. বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান(গেড-১)

২. মেম্বার এডমিন (যুগ্মসচিব)

৩. মেম্বার ফিন্যান্স (যুগ্মসচিব)

৪. মেম্বার জেনারেশন (বিপিডিবি)

৫. মেম্বার ডিস্ট্রিবিউশন(বিপিডিবি)

৬. মেম্বার পিএন্ডডি(বিপিডিবি)

৭. মেম্বার কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স(বিপিডিবি)

চেয়ারম্যান স্যারের অধীন একজন বোর্ড সচিব(উপসচিব) থাকেন।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একটি সরকারি সংস্থা। ১৯৭২ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশের উত্থানের পর দেশটির বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে একটি পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি দেশের বিদ্যুৎ অবকাঠামো নির্মাণ এবং দেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রধানত দেশের নগরায়ণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এবং বণ্টনের জন্য বি.পি.ডি.বি. দায়বদ্ধ। বোর্ডটি এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে রয়েছে।

ইতিহাস

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবি'র পূর্বসূরি ছিল পাকিস্তানের পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা ১৯৫৯)। ১৯৭২ সালে পিডিবি গঠিত হয়। পরবর্তীতে, পিডিবি'র কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা)। পরে আবার ডেসা থেকে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) তৈরি করা হয়।

বর্তমানে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি-নেসকো, এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড পিডিবি-র অধীন। বেসরকারি খাতে স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা (আইপিপি, এসআইপিপি এবং ভাড়া) থেকে ৪৫% জিওএইচও বিদ্যুৎ কিনছে।

বিপিডিবি ইতিহাস

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবহারের আদি কথা

আজ থেকে প্রায় সোয়াশ বছর আগের কথা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার ভাওয়াল পরগনার রাজা পূর্ববঙ্গের প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচিতি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তিনি সর্বপ্রথম বিলাত থেকে আমদানী করা জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রাজবাড়ী আলোকিত করেন। আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে যোজন যোজন দূরত্বে থাকা ভাওয়ালবাসীর কাছে রাজকীয় ও সৌখিন এ প্রয়াস শুধুমাত্র বিস্ময়বোধের উদ্বেকই করেনি, এর সার্বজনীন ব্যবহারের গুরুত্ব বোধকেও জাগ্রত করে তোলে।

এরপর ১৯০১ সালে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর বাসভবনে একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়। ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর মি. বোল্টন নামে জনৈক ব্রিটিশ নাগরিক আহসান মঞ্জিলে সুইচ টিপে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা করেন। নবাব আহসানউল্লাহর অর্থানুকূলে অক্টোভিয়াস স্টিল নামক কোম্পানি তৎকালীন ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ক ও আহসান মঞ্জিলসহ পর্যায়ক্রমে ঢাকার কয়েকটি অভিজাত ভবনকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় এনেছিল। এই কোম্পানির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম থাকায় তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ শুধু অভিজাত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯১৯ সালে 'ডেভকো' নামক ব্রিটিশ কোম্পানির মাধ্যমে ঢাকায় সীমিত আকারে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার প্রথম বাণিজ্যিক বিকাশ শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে ওই কোম্পানি ঢাকার পরীবাগে প্রায় ৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'ধানমণ্ডি পাওয়ার হাউজ' নির্মাণ করে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার অভিজাত বাসিন্দারা ছিল এই বিদ্যুতের গ্রাহক, যা তাদের আভিজাত্যের মুকুটে সংযুক্ত করেছিল আরেকটি নতুন পালক।



কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পিলওয়ে

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)



১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা মাত্র কয়েকটি কোম্পানির হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মাত্র ১৭টি প্রাদেশিক জেলা শহরে খুব সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। সেসময় জেনারেশন ভোল্টেজ ছিল ৪০০ ভোল্ট। অধিকাংশ শহরে শুধু রাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। তবে ব্যতিক্রম ছিল ঢাকা শহর। তখন ঢাকায় ১৫০০ কিলোওয়াটের দুটি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। আর জেনারেশন ভোল্টেজ ছিল ৬৬০০ ভোল্ট, যা সে সময়ের সর্বোচ্চ। তখন কোন দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনও ছিল না। এর পাশাপাশি কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান (চা, চিনি ও বস্ত্র শিল্প) এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং চিনি কল। সবমিলিয়ে সে সময় দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ২১ মেগাওয়াট। তখন দেশে বিদ্যুতের কোনো কোন সঞ্চালন (ট্রান্সমিশন) ব্যবস্থাও ছিল না।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় ইলেক্ট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট। ১৯৫৭ সালে সরকার দেশের সকল বেসরকারি পাওয়ার হাউজ ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন অধিগ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) গঠনের পর বিদ্যুৎ খাতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৬০ সালে ইলেক্ট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট ওয়াপদার সাথে একীভূত হয়। সে সময় সিদ্ধিরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনাতে কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল সিদ্ধিরগঞ্জ ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখানে পর্যায়ক্রমে ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার তিনটি স্টিম টারবাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। ঢাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সে সময় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একই সময়ে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে চলছিল কাগুই বাঁধ নির্মাণের কাজ। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে সৃষ্ট ৩০০ বর্গমাইল কৃত্রিম হ্রদের পানির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এখানে প্রথমে প্রতিটি ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬২ সালে। তৎকালীন সময়ে কাগুই ছিল বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পাশাপাশি কাগুই-সিদ্ধিরগঞ্জ ২৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে উভয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (সিদ্ধিরগঞ্জ ও কাগুই) একক গ্রীডের আওতায় আনা হয়। ১৯৬২ সালে কাগুই বাঁধ নির্মাণ এবং কাগুই-সিদ্ধিরগঞ্জ (চট্টগ্রাম-ঢাকা) ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের কমিশনিং ছিল দেশে বিদ্যুত উন্নয়নের একটি মাইলফলক।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ১ মে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (পিও ৫৯) সাবেক ওয়াপদা থেকে পৃথক হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশকে আলোকিত ও শিল্পায়িত করার দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সমন্বিত সংস্থা হিসেবে মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতাসহ যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)। পরবর্তীতে বিউবোর বিদ্যুৎ সঞ্চালন, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি: (এপিএসসিএল),

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লি:, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি:, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) লি:, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লি:, রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি: (আরপিসিএল) এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

বিউবো বর্তমানে একক ক্রেতা হিসাবে বিদ্যুতের ক্রয় ও বিক্রয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লি:, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লি:, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি:, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লি: এর এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য অংশে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ভিশন

সকলের নিকট নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া।

মিশন

টেকসই উন্নয়ন ও গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যুৎ খাতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও বিকল্প জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলগত উদ্দীপনা, উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মসংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা।
- কর্মচারীদের ধারণা, মেধা এবং মূল্যবোধকে উৎসাহিত করা।



Distribution Zones

Followings of the Distribution Zones of BPDB:

Chittagong

Comilla

Sylhet

Mymensingh

খ্রিডভিত্তিক বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানা অনুযায়ী)

ক্রমিক	খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা
১	সরকারি খাত	৫৭
২	যৌথ উদ্যোগ	১
৩	বেসরকারি	৯৪
৪	বিদ্যুৎ আমদানি	-
	মোট	১৫২

২০২৭ পর্যন্ত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদাসম্ভাব্য নেট উৎপাদন ক্ষমতা

বছর	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৭
সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা	১৫৮০০	১৭১০০	১৮৫০০	১৯৯০০	২১৩০০	২২৮০০
সম্ভাব্য নেট উৎপাদন ক্ষমতা	২৬৮৫১	২৭১৪০	৩২৮৮৮	৩৪৩০৪	৩৬৭৬৯	৪১৪০০

গ্রিড ভিত্তিক বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (খাত অনুযায়ী)

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি খাত		
বিপিডিবি	৩৮	৬০১৩
এপিএসসিএল	৫	১২৯৪
ইজিসিবি	৩	৯৫৭
নওপাজেকো	৭	১৪০১
আরপিসিএল	৩	১৮২
বি-আর পাওয়ার জেন	১	১৪৯
উপ-মোট সরকারি খাত	৫৭	৯৯৯৬ (৪৫%)
যৌথ উদ্যোগ		
বিসিপিএল	১	১২৪৪
উপ-মোট যৌথ উদ্যোগ	১	১২৪৪ (৬%)
বেসরকারি খাত		
আইপিপি	৬৩	৮৪৫৭
এসআইপিপি (বিপিডিবি)	৪	৯৯
এসআইপিপি (আরইবি)	৯	২৫১
ভাড়া ভিত্তিক (১৫ বছর)	৪	১৬৯
ভাড়া ভিত্তিক (৩/৫ বছর)	৫	৩৫৫
ভাড়া ভিত্তিক (নো ইলেক্ট্রিসিটি নো পেমেন্ট)	৯	৬১৭
উপ-মোট বেসরকারি খাত	৯৪	৯৯৪৮ (৪৪%)
বিদ্যুৎ আমদানি		
ভেড়ামারা এইচভিডিবি		১০০০
ত্রিপুরা		১৬০
পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাড়খন্ডে স্থাপিত আদানি পাওয়ার লিমিটেডে		১৪৯৬
উপ-মোট বিদ্যুৎ আমদানি		২৬৫৬ (৫%)

Power Generation Units (Fuel Type Wise)

Capacity Type :

Installed Capacity of BPDB Power Plants as on August 2023

Fuel Type	Capacity(Unit)	Total(%)
Coal	4188.00 MW	16.81 %
Gas	11592.00 MW	46.53 %
HFO	6441.00 MW	25.86 %
HSD	841.00 MW	3.38 %
Hydro	230.00 MW	0.92 %
Imported	1160.00 MW	4.66 %
Solar	459.00 MW	1.84 %
Wind	0.00 MW	0 %
Total	24911 MW	100 %

Derated Capacity of BPDB Power Plants as on August 2023

Fuel Type	Capacity(Unit)	Total(%)
Coal	4108.00 MW	17 %
Gas	11237.00 MW	46.49 %
HFO	6191.00 MW	25.61 %
HSD	786.00 MW	3.25 %
Hydro	230.00 MW	0.95 %
Imported	1160.00 MW	4.8 %
Solar	459.00 MW	1.9 %
Wind	0.00 MW	0 %
Total	24171 MW	100 %

Area	Demand (MW)	Load Shed (MW)
Demand and Load-shed of 19/08/2023		
Dhaka	4861	10
Chittagong	1368	77
Khulna	1727	164
Rajshahi	1372	82
Comilla	1320	55
Mymensingh	1204	90
Sylhet	620	0
Barisal	464	0
Rangpur	998	156
Total	13934	634

বিদ্যুৎ আমদানি		
ভেড়ামারা এইচভিডিএসি		১০০০
ত্রিপুরা		১৬০
পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাড়খন্ডে স্থাপিত আদানি পাওয়ার লিমিটেডে		১৪৯৬
উপ-মোট বিদ্যুৎ আমদানি		২৬৫৬

ভারতের বাড়খন্ডে নির্মিত আদানি পাওয়ার লিমিটেডের ১৬শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ প্রায় দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করবে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাড়খন্ডে স্থাপিত আদানির এ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের সক্ষমতা ৮০০ মেগাওয়াট। আদানির গডা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য পিজিসিবি চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তবর্তী মনাক্ষা থেকে রহনপুর হয়ে বগুড়া পর্যন্ত ১৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং বগুড়ায় ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বিদ্যুৎ আমদানি বর্তমানে হচ্ছে।

পূর্বে বিদ্যুৎ আমদানি ছিল ১১৬০ মেগাওয়াট বর্তমানে আপডেট ১৪৯৬ মেগাওয়াট সহ মোট ২৬৫৬ মেগাওয়াট

বিপিডিবি জব পাওয়ার সেক্টর ২০২৩

১। ১৯৭২ সালের ওয়াপদা বিপিডিবিতে পরিণত হয়? ----১মে

২। বিপিডিবি বোর্ড মেম্বার কতজন?? ৭ জন

৩। বাংলাদেশের পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি? কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

৪। বিদ্যুতের বধিত মূল্য কবে থেকে কার্যকর হয়?--- ১ লা ফেব্রুয়ারী



ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিবি)

কোম্পানি প্রোফাইল আপডেট আগস্ট ২০২৩

প্রশাসনিক

ক্রম	বিষয়	বর্ণনা
১	কোম্পানি নাম	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিবি)
২	নিবন্ধিত দপ্তর	বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০
৩	সদর দফতর	বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০
৪	ইনকর্পোরেশন	২৫ অক্টোবর, ২০০৫
৫	কমার্শিয়াল অপারেশন	১ জুলাই, ২০০৮
৬	স্বীকৃত মূলধন	১০,০০০ কোটি টাকা
৭	হিউম্যান রিসোর্স (সেটআপ অনুযায়ী)	৫৭১৮
৮	হিউম্যান রিসোর্স (বিদ্যমান)	৫৪২৬ (৩১ মে, ২০২৩)
৯	এমপ্লয়ি (নিজস্ব)	৩৪৫৮ (৩১ মে, ২০২৩)
১০	এমপ্লয়ি (আউটসোর্স)	১৯৬৮ (৩১ মে, ২০২৩)
১১	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২	বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ
১৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান

অপারেশনাল এবং বাণিজ্যিক (অর্থবছর ২০২১-২০২২)

ক্রম	বর্ণনা	পরিমাণ
১	মোট আয়তন	২৫০ বর্গ কিমি.
২	মোট বিতরণ লাইন	৫৯১৬ কিমি.
৩	১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	২৫৬ কিমি.
৪	৩৩ কেভি বিতরণ লাইন	৪৯৩ কিমি.
৫	.৪ কেভি ১১ কেভি ১১/.৪ কেভি লাইন	৫১৬৭ কিমি.
৬	সাবস্টেশন সংখ্যা	৮৪ টি
৭	বিতরণ ট্রান্সফরমার	২২৯৫২ টি
৮	৩৩/১১ কেভি পর্যায়ে ক্ষমতা	৪৩৬১ এমভিএ
৯	সর্বোচ্চ ডিম্যান্ড (১৮-০৫-২০২২)	১৮০৬.০০ মেগাওয়াট
১০	জ্বালানি আমদানি (অর্থবছর ২০২১-২০২২)	১০১৯৯.৪৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা
১১	এনার্জি এর সেলস(অর্থবছর ২০২১-২০২২)	৯৫৮০.৯০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা
১২	কর পরবর্তী মুনাফা (অর্থবছর ২০২১-২০২২)	১৬৬.৩৬ কোটি টাকা
১৩	সিস্টেম লস	৬.০৬%
১৪	জাতীয় কোষাগারে পেমেন্ট	২২৭৮.৭৭ কোটি টাকা
১৫	গ্রাহক সংখ্যা	১৬,৬১,৪২৭ (৩০ এপ্রিল, ২০২৩)



সিস্টেম লস

ডিপিডিসি'র সিস্টেম লস ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৮.১৮%, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১১.৬৮%, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১০.৫১%, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৯.৫৬%, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৯.৪৬% এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৯.৪১% ছিল। এছাড়াও গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৩২ কেভি লেভেলে সিস্টেম লস ৯.১৮% এবং ৩৩ কেভি লেভেলে ৮.৬৭%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৮.৪০%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৭.৪৯%, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৭.২৯%, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.৫৮%, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.৬৯% এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.০৬% ছিল।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

পরিচিতি

বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ সেক্টরের অব্যাহত সংস্কার/পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যুৎ বিতরণ পদ্ধতি পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও গুণগত মান পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় সরকারি মালিকানাধীন দেশের প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হিসেবে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয়।

- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনঃ ৩ নভেম্বর ১৯৯৬
- বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
- শেয়ার মার্কেটে তালিকাভুক্তিঃ ১৮ জুন ২০০৬
- বিইআরসি থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তিঃ ১৫ নভেম্বর ২০০৭
- অথরাইজড ক্যাপিটালঃ ২০০০ কোটি টাকা
- পেইডআপ ক্যাপিটালঃ ৩৯৮ কোটি টাকা
- বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগঃ ২৪ টি

পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ডেসকোর Articles of Association অনুযায়ী বর্তমানে ১২ (বার) সদস্যের বোর্ড দ্বারা ডেসকো পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. টি. এম. মোস্তফা কামাল কোম্পানি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী কাওসার আমীর আলীর নেতৃত্বে ও নির্বাহী পরিচালক (এইচ.আর), নির্বাহী পরিচালক (সংগ্রহ), নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ও নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ১৮৬০ জন নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ডেসকোর আওতাধীন এলাকার প্রায় ১১ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

DESCO জব পাওয়ার সেক্টর ২০২৩

- ১। বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় শুরু হয়? নরসংদী
- ২। বাংলাদেশের কতটি সংস্থা বিদ্যুৎ বিতরণ করে? ৬ টি
- ৩। কোন সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ করে? বিপিডিবি
- ৪। নিচের কোন সংস্থা বিদ্যুৎ বিতরণ করে না? ইজিসিবি
- ৫। BERC এর পূর্ণরূপ কি? Bangladesh Energy Regulatory Commission
- ৬। বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস কত? ৭.৬৫%
- ৭। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন কত মেগাওয়াট? ১৫৬৪৮ মেগাওয়াট
- ৮। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহযোগী দেশ? রাশিয়া
- ৯। সর্বশেষ কোন এলাকায় সাবমেরিন ক্যাবলের সাহায্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়? কুতুবদিয়া মহেশখালী
- ১০। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ১১। গুলশান, টঙ্গী, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল এদের কোনটি ডেসকোর আওতাধীন নয়? মোহাম্মদপুর
- ১২। ডেসকোর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ কতটি? ২৪ টি
- ১৩। ডেসকো কত সালে গঠিত হয়? ১৯৯৬
- ১৪। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ১৫। দেশের সর্ববৃহৎ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় - রাঙামাটি।
- ১৬। বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী - ০
- ১৭। লাইফলাইন গ্রাহক - ১-৫০ ইউনিট
- ১৮। ডেসকোর বিতরণ বিভাগ - ২৪ টি
- ১৯। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা - ২৮১৩৪ মেগাওয়াট।
- ২০। বিদ্যুতিক ইউনিটের একক - কিলোওয়াট ঘন্টা।
- ২১। বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন/পরিবহণ করে - পিজিসিবি
- ২২। কোনটি বিদ্যুৎ বিতরণ করেনা - নওপাজিকো
- ২৩। কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা - ২৩০ মেগাওয়াট।
- ২৪। ননবায়নযোগ্য জ্বালানী নিয়ে কাজ করে - স্লেডা।
- ২৫। আদানী গ্রুপ কবে থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ প্রদান শুরু করে - ৯ মার্চ, ২০২৩।
- ২৬। ডেসকো কত সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে- ১৯৯৮ সালে।



এক নজরে বাপবি বোর্ড এর কার্যক্রম



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	
গঠিত	১৯৭৭
ধরন	সরকারি
উদ্দেশ্য	গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুতায়ন
সদরদপ্তর	ঢাকা, বাংলাদেশ
যে অঞ্চলে কাজ করে	বাংলাদেশ
চেয়ারম্যান	মোহাং সেলিম উদ্দিন
প্রধান প্রতিষ্ঠান	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাপবিবোর পরিচিতি

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ২০১৩ সালের ৫৭ নং আইন “পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩” অনুসারে বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে এটি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০% গ্রামাঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠান সফলভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছে। পল্লী বিদ্যুতের ২০০৮ সালের গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বর্তমানে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ (জুলাই, ২২ অনুযায়ী) এবং বিদ্যুতায়নের হার ২৮% থেকে ১০০% এ উন্নীত হয়েছে। দেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতায়িত।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) হল বাংলাদেশ সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা, যার দায়িত্ব হল বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। বিআরইবি দেশে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে এই কাজটি পরিচালনা করে। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান ও সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ইতিহাস

১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ এর অধ্যাদেশ নং ৫১) জারি করেন ও অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে এটি কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৩ সালে অধ্যাদেশটি রহিত করা হয় ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ জারি করা হয়।

বিআরইবি বাংলাদেশের সবথেকে বড় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যা প্রধানত গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ লাইন ও বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র তৈরি করে। ২০১১ সাল পর্যন্ত বিআরইবির উদ্যোগে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত হয়েছে।

জাতীয় গ্রিড হতে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হতে ১১ কেভি ফিডারের মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।



পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

২০১১ সাল পর্যন্ত বিআরইবির উদ্যোগে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সর্বশেষ হাল-নাগাদ: ১৮ এপ্রিল ২০২৩

(মার্চ ২০২৩ অনুযায়ী)

১	মোট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৮০ টি
২	অনুমোদিত প্রকল্প	৮৪ টি
৩	অন্তর্ভুক্ত জেলা	৬১ টি
৪	অন্তর্ভুক্ত উপজেলা	৪৬২ টি ((৪৬১ টি অন-গ্রিড এবং ০১ অফ-গ্রিড)
৫	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা	৪৬২
৬	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৮৫,৩৩৭ টি
৭	মোট নির্মিত লাইন	৫,৮২,০১৬ কি.মি.
৮	মোট বিদ্যুতায়িত লাইন	৫,৩৪,৬৫৬ কি.মি.
৯	৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশনের সংখ্যা এবং ক্ষমতা	১২৯৯ টি এবং ১৭,৪৭০ MVA
১০	সিস্টেম লস (৮০ পবিস)	৮.৫৬ %
১১	মাসিক বিক্রয়	২৮০৩ কোটি টাকা
১২	বিল সংগ্রহ	৯৯.২৬%
১৩	সর্বোচ্চ চাহিদা	৯৮০১ মেগাওয়াট
১৪	মোট গ্রাহক সংখ্যা	৩৪৮২৭৬৯০

মিশনঃ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগণের জন্য সশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা।

ভিশনঃ বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য গুণগত মানের বিদ্যুৎ প্রদান নিশ্চিত করা।

প্রি-পেমেন্ট মিটার প্রকল্প

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শ্লোগানটি সামনে রেখে ২০২১ সালের মধ্যে সরকার সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর। উৎপাদিত বিদ্যুতের সদ্ব্যবহার ও অপচয় রোধ তথা স্বয়ংক্রিয় বিলিং সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য ২০১১ সালে প্রি-পেমেন্ট মিটার এর প্রবর্তন করেন। বর্তমানে প্রি-পেমেন্ট মিটারসমূহ আরো আধুনিকায়ন করে অন-লাইন স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার এর স্ট্যান্ডার্ট প্রণয়নকরত: ২০২৫ সালের মধ্যে ২.০ কোটি প্রি-পেমেন্ট মিটার ত্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রি-পেমেন্ট মিটারের সুবিধা (গ্রাহক) : পূর্বের বিল হতে ০১% রিবেট পাবে।

চেয়ারম্যানঃ জনাব মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

জব পাওয়ার সেক্টর ২০২৩

1. **The efficiency of a modern boiler using coal & heat recovery equipment is about**
a. 25 to 30% b. 40 to 50% c. 65 to 70% d. 85 to 90% Ans:d
2. **What is the capacity of Rampal power plant?**
a. 1360 MW b. 1320 MW c. 1200 MW d. 1260 MW Ans:b
3. **What is the installed generation capacity of Bangladesh?**
a. 24300 MW b. 28134 MW c. 26200 MW d. 27100 MW Ans:b
4. **What is the share of private financing for generation of electricity in Bangladesh?**
a. 48 % b. 52% c. 41 % d. 44 % Ans:a
5. **What is the largest source for electricity generation of in Bangladesh?**
a. Coal b. Oil c. Solar d. Natural gas Ans:d
6. **The average thermal efficiency of a modern nuclear power plant is about**
A. 30% B. 60% C. 70% D. 80% Ans: A
7. **Electrical power is generated at the power station by using number of alternators in**
A. parallel B. series C. both parallel and series D. none of the above Ans: A
8. **The highest voltage for transmitting electrical power in Bangladesh is**
A. 33 kV B. 66 kV C. 132 kV D. 400 kV Ans: D
৯. **নাবয়নযোগ্য জ্বালানী কোনটি?**
ক. কয়লা খ. গ্যাস গ. সূর্যালোক ঘ. সবগুলো সঠিক উত্তর: খ
১০. **রূপপুর পারমানবিক কেন্দ্র কোন দেশের সহায়তায় তৈরী হচ্ছে?**
ক. ভারত খ. রাশিয়া গ. চীন ঘ. জাপান উত্তর: খ
১১. **বিদ্যুৎ শক্তির বাণিজ্যিক একক কী?**
ক. ওয়াট খ. ওয়াট-ঘন্টা গ. কিলোওয়াট-ঘন্টা ঘ. কুলম্ব উত্তর: গ
১২. **কোন জেলায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যক্রম নেই?**
ক. পঞ্চগড় খ. সাতক্ষীরা গ. বান্দরবান ঘ. কক্সবাজার উত্তর: গ
১৩. **বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে?**
ক. ১০ খ. ১২ গ. ১৬ ঘ. ২০ উত্তর: গ
১৪. **বাংলাদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নাম কী?**
ক. জনাব নসরুল হামিদ খ. ড. তোফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী
গ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘ. জনাব মো. ফরহাদ হোসেন উত্তর: গ

১৫. SDG' এর কত নম্বর Goal-এ 'সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ' এর কথা বলা হয়েছে?

ক. Goal-03 খ. Goal-07 গ. Goal-09 ঘ. Goal-12 উত্তর: খ

১৬. বৈদ্যুতিক মিটারে এক ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ বলতে বুঝায়-

ক. এক কিলোওয়াট ঘন্টা খ. এক ওয়াট ঘন্টা গ. এক মেগাওয়াট ঘ. এক ওয়াট উত্তর: ক

১৭. বাংলাদেশে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে প্রথম কোন উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়?

ক. হাতিয়া খ. সন্দ্বীপ গ. চর আলেকজান্ডার ঘ. সেন্ট মার্টিন উত্তর: খ

১৮. কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস নয়?

ক. জলশ্রোত খ. বায়ু প্রবাহ গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. সূর্যালোক উত্তর: গ

১৯. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একটি বিদ্যুৎ-

ক. উৎপাদনকারী সংস্থা খ. বিতরণকারী সংস্থা গ. সঞ্চালনকারী সংস্থা ঘ. বিপণনকারী সংস্থা উত্তর: খ

২০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কবে বাংলাদেশের শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার ঘোষণা প্রদান করেন?

ক. ২১ মার্চ, ২০২১ খ. ২১ মার্চ, ২০২২ গ. ২২ মার্চ, ২০২২ ঘ. ২৬ মার্চ, ২০২১ উত্তর: খ

২১. বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সঙ্গে কোন শিল্প বিপ্লবের সম্পর্ক আছে?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ উত্তর: খ

22. What is the per capita generation (kWh) in Bangladesh? Update August 2023

(a) 1500 (b) 1000 (c) 550 (d) 602√

২৪. স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ (২০২১) প্রাপ্ত কোনটি?

ক. জ্বালানি বিভাগ খ. বিদ্যুৎ বিভাগ গ. শ্রেভা ঘ. পিজিসিবি উত্তর: খ

২৫. পায়রা থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের মোট উৎপাদন ক্ষমতা কত?

ক. ৮০০ মে. ও. খ. ৪০০ মে. ও. গ. ১৩০০ মে. ও. ঘ. ১৩২০ মে. ও. উত্তর: ঘ

২৬. Ultra Super Critical Technology ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কততম দেশ?

ক. ১০ম খ. ৩৩তম গ. ১৩তম ঘ. ৩৫তম উত্তর: গ

২৭. নিচের কোনটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি?

ক. ডেসকো খ. নেসকো গ. ডেসা ঘ. পিজিসিবি উত্তর: ঘ



বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ

LET'S BUILD A FUTURE

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ক)	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর :	
	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তি	
	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	
খ)	বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার প্লান্টের প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর :	
	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড	
	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসম্পর্কিত তথ্য	
	কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।	
	ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বিজয় আলো-২) ও ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	

গ)	বিদ্যুৎ সেক্টরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ এক সাথে :	
	পাওয়ার সেক্টরঃ সাম্প্রতিক তথ্য	
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	
	বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন	
	অঞ্চল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এর ব্যবহার	
	পাওয়ার হাব, আল্ট্রা সুপার পাওয়ার প্ল্যান্ট, হাইব্রিড পাওয়ার প্ল্যান্ট	
	পিজিসিবি- ২০১৯ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান	
	ডেসকো- ২০১৯ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান	
	ডিপিডিসি-২০২০ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান	
	আরপিসিএল এবং মিস্ট- ২০১৯ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান	
	বিদ্যুৎ প্রাপ্ত এবং সুবিধা প্রাপ্ত বিষয় সমূহ	
	বেসলোড এবং আমদানীকৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	
	প্রতিষ্ঠা লাভ	
	বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা সমূহ	
	বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিষয় সমূহ	
	বিভিন্ন রকম জ্বালানীর সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি) সম্পর্কিত তথ্য	
	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি. (ডিবিডিবি) সম্পর্কিত তথ্য	
	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) সম্পর্কিত তথ্য	
	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর প্রজ্ঞাপন ১ (পিজিসিবির হুইলিং চার্জ)	
	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর প্রজ্ঞাপন ২ (বিদ্যুৎ এর নতুন মূল্যহার জানতে কোড স্ক্যান করুন)	
	জ্বালানী ভিত্তিক প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ	
	পাওয়ার সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ড মেম্বারের নাম ও পদবী সমূহ	
	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের নাম, বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা, প্রতিষ্ঠা লাভ ও সর্বোচ্চ চাহিদা	
	BREB PGCB BPDB পাওয়ার সেক্টর MCQ	
	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট	

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তি

- প্রশ্ন : ঢাকা নগরীতে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয় কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ৭ ডিসেম্বর ১৯০১।
- প্রশ্ন : ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কোথায়? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : আহসান মঞ্জিলে।
- প্রশ্ন : ঢাকা নগরীতে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে কোন কোম্পানি?
উত্তর : অক্টোভিয়া স্টিল কোম্পানি (ব্রিটেন)।
- প্রশ্ন : ঢাকার পরীবাগে কোন কোম্পানি, কবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ডেভকো কোম্পানি; ১৯৩৩ সালে।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প কবে গ্রহণ করা হয়? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ১৯৬১ সালে।

- প্রশ্ন : বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম কি? (বুয়েটের চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- প্রশ্ন : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় অবস্থিত? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন) উত্তর : ঈশ্বরদী, পাবনা।
- প্রশ্ন : গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরি নিয়োজিত কোন সংস্থা?
- উত্তর : বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB)।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশে গ্রিড কানেক্টেড বিদ্যুতের যাত্রা শুরু হয় কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : ১৯১২ সালে (প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের হরিপুর)।
- প্রশ্ন : সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি?
- উত্তর : বিজয়ের আলো (উদ্বোধন ৩ আগস্ট ১৯৯৯)।
- প্রশ্ন : দেশের প্রথম বেসরকারি খাতের বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হয়?
- উত্তর : খুলনায়।
- প্রশ্ন : দেশের প্রথম বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি? (বুয়েটের চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড।
- প্রশ্ন : খুলনা পাওয়ার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কে?
- উত্তর : ইউনাইটেড গ্রুপ।
- প্রশ্ন : খুলনা বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় কবে?
- উত্তর : ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের দ্বিতীয় বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
- উত্তর : চট্টগ্রাম।
- প্রশ্ন : চট্টগ্রাম বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চালু হয় কবে?
- উত্তর : ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কি? (বুয়েটের চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কাগুই, রাঙামাটি)।
- প্রশ্ন : কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কবে স্থাপিত হয়? (বুয়েটের চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : ১৯৬২ সালে।
- প্রশ্ন : একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোন নদীর উপর স্থাপিত? (বুয়েটের চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : কর্ণফুলী।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোথায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে?
- উত্তর : নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
- প্রশ্ন : বেসরকারি খাতে দেশে প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র কবে, কোথায় স্থাপিত হয়?
- উত্তর : ১২ অক্টোবর ১৯৯৮; খুলনায়।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?
- উত্তর : দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত?
- উত্তর : কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়, সিলেটের শাহজিবাজারে, খুলনার গোয়ালপাড়ায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে, নরসিংদীর ঘোড়াশালে, নারায়ণগঞ্জে এবং চট্টগ্রামে সিকলবাহায় অবস্থিত।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির উৎস কি?
- উত্তর : খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, বায়ু, সৌরশক্তি ও কয়লা।
- প্রশ্ন : সরকারি খাতে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম কি?
- উত্তর : হরিপুর কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (বন্দর, নারায়ণগঞ্জ)।
- প্রশ্ন : হরিপুর কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হয় কবে?
- উত্তর : ২৪ আগস্ট ২০১৩ (বাণিজ্যিক উৎপাদন ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩)।
- প্রশ্ন : হরিপুর কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের কাঁচামাল কি?
- উত্তর : গ্যাস।
- প্রশ্ন : দেশের বৃহত্তম সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ কবে, কোথায় উদ্বোধন করা হয়?
- উত্তর : ৫ অক্টোবর ২০১৩; সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার হাবিবপুর ইউনিয়নের আশুগাই।
- প্রশ্ন : বেসরকারি খাতে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি?
- উত্তর : মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- প্রশ্ন : বেসরকারি খাতে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২৩ সালে কোনটি হবে?
- উত্তর : এস এস পাওয়ার প্ল্যান্ট ১৩২০ মেগাওয়াট (২ টি ইউনিটে ৬৬০ মেগাওয়াট করে ১৩২০ মেগাওয়াট)। এটি একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। যা চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে অবস্থিত। পুরো নাম এস আলম কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প কোথায় অবস্থিত? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
- উত্তর : চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই এবং ফেনী জেলার সোনাপাড়ীর মুছুরীর সেচ প্রকল্প এলাকায়।

- প্রশ্ন : বিদ্যুৎ বিভাগ- এর ইংরেজী নাম কি?
উত্তর : Power Division.
- প্রশ্ন : বিদ্যুৎ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ২৫ মার্চ ১৯৯৮।
- প্রশ্ন : বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন সংস্থা-সংগঠন কি কি?
উত্তর : আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, পাওয়ার সেল, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, সাউথ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ২৯ অক্টোবর ১৯৭৭।
- প্রশ্ন : BREB- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Bangladesh Rural Electrification Board.
- প্রশ্ন : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড- এর নাম বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড করা হয় কবে?
উত্তর : ৬ নভেম্বর ২০১৩।
- প্রশ্ন : APSCL গঠিত হয় কবে?
উত্তর : ২৮ জুন ২০০০।
- প্রশ্ন : APSCL- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Ashuganj Power Station Company Ltd.
- প্রশ্ন : APSCL- এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- প্রশ্ন : ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (WZPDCL) নিবন্ধিত হয় কবে?
উত্তর : ৪ নভেম্বর ২০০২।
- প্রশ্ন : WZPDCL- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : West Zone Power Distribution Company Ltd.
- প্রশ্ন : ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে কবে?
উত্তর : মার্চ ২০০৫।
- প্রশ্ন : ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (WZPDCL) কোন কোন জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ করে?
উত্তর : খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৬টি এবং ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ী।
- প্রশ্ন : ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (EGCB)- এর পূর্ব নাম কি?
উত্তর : মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড।
- প্রশ্ন : EGCB- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd.
- প্রশ্ন : ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড- এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : কাওরান বাজার, ঢাকা।
- প্রশ্ন : মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ২৩ নভেম্বর ১৯৯৬।
- প্রশ্ন : কবে 'মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড' কে 'EGCB' হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়?
উত্তর : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
- প্রশ্ন : পাওয়ার সেল- এর ইংরেজি নাম কি?
উত্তর : Power Cell
- প্রশ্ন : পাওয়ার সেল- এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : ১৯৯৫ সালে।
- প্রশ্ন : পাওয়ার সেল এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : আবদুল গণি রোড, ঢাকা।
- প্রশ্ন : ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (DPDC) এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম কি?
উত্তর : ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ।
- প্রশ্ন : DPDC- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Dhaka Power Distribution Company Limited.



- প্রশ্ন : DPDC- এর কার্যক্রম শুরু করে কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ১ জুলাই ২০০৮।
- প্রশ্ন : ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (DESA) প্রতিষ্ঠা করা হয় কবে?
উত্তর : ৬ মার্চ ১৯৯০।
- প্রশ্ন : DESA- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Dhaka Electric Supply Authority.
- প্রশ্ন : DESA কার্যক্রম শুরু করে কবে?
উত্তর : ১ অক্টোবর ১৯৯১।
- প্রশ্ন : ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (DESA) কবে নিবন্ধিত হয়?
উত্তর : ২৫ অক্টোবর ২০০৫।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ১৯৫৯ সালে।
- প্রশ্ন : BPDB নামকরণ করা হয় কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ১ মে ১৯৭২।
- প্রশ্ন : BPDB- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Bangladesh Power Development Board.
- প্রশ্ন : BPDB- এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : মতিঝিল, ঢাকা।
- প্রশ্ন : বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি (PGCB) গঠিত হয় কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ২১ নভেম্বর ১৯৯৬।
- প্রশ্ন : PGCB- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Power Grid Company of Bangladesh Ltd.
- প্রশ্ন : PGCB- এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : রমনা, ঢাকা।
- প্রশ্ন : পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানি লিমিটেড (RPCL) গঠিত হয় কবে? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
উত্তর : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- প্রশ্ন : RPCL- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Rural Power Company Ltd.
- প্রশ্ন : পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানি লিমিটেড- এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : উত্তরা, ঢাকা।
- প্রশ্ন : ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড (DESCO)- এর প্রতিষ্ঠা কবে?
উত্তর : নভেম্বর ১৯৯৬।
- প্রশ্ন : DESCO- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Dhaka Electric Supply Company Ltd.
- প্রশ্ন : নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (NWZPDCL) নিবন্ধিত হয় কবে?
উত্তর : ৩ আগস্ট ২০০৫।
- প্রশ্ন : NWZPDCL- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : North-West Zone Power Distribution Company Ltd.
- প্রশ্ন : নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড- এর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : বিদ্যুৎ ভবন, আবদুল গনি রোড, ঢাকা।
- প্রশ্ন : সাউথ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (SZPDCL) প্রতিষ্ঠিত কবে?
উত্তর : ৬ মে ২০০৮।
- প্রশ্ন : SZPDCL- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : South Zone Power Distribution Company Ltd.
- প্রশ্ন : কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (CPGCBL) এর সংক্ষিপ্ত নাম কি?
উত্তর : কোল বাংলা।
- প্রশ্ন : CPGCBL কবে গঠিত হয়?
উত্তর : ২০১১ সালের ডিসেম্বরে।
- প্রশ্ন : CPGCBL- এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Coal Power Generation Company Bangladesh Limited.



বাংলাদেশ-চীন পাওয়ার কোম্পানি

- প্রশ্ন : বাংলাদেশ-চীন পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (BCPCL) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
 উত্তর : ২০১৪ সালে।
 প্রশ্ন : চীনের সাথে কোম্পানি গঠন ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় কবে?
 উত্তর : ১৯ মার্চ ২০১৪।
 প্রশ্ন : চীনের সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় নির্মিত হচ্ছে।
 উত্তর : কলাপাড়া (পটুয়াখালী) ও মহেশখালী (কক্সবাজার)।

বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

- প্রশ্ন : বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ আমদানির উদ্বোধন করা হয় কবে?
 উত্তর : ৫ অক্টোবর ২০১৩।
 প্রশ্ন : বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
 উত্তর : ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
 প্রশ্ন : বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
 উত্তর : ১১ জানুয়ারি ২০১০।
 প্রশ্ন : রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোথায়? (বুয়েট ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন)
 উত্তর : রামপাল, বাগেরহাট।
 প্রশ্ন : রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ভারত ও বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?
 উত্তর : ২৯ জানুয়ারি ২০১২ (সম্পূরক চুক্তি ২০ এপ্রিল ২০১৩)।
 প্রশ্ন : বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
 উত্তর : ২০১৩ সালে।



বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার প্লান্টের প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর

LET'S BUILD A FUTURE

পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- * অবস্থান: কলাপাড়া, পটুয়াখালি।
 * বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট।
 * দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
 * বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে ১ম ইউনিট ৬৬০ মেগাওয়াট ও ২য় ইউনিট ৬৬০ মেগাওয়াট মোট ১৩২০ মেগাওয়াট। তারিখ: ১৪-০৫-২০২০ইং শুরু।
 * কয়লা আমদানি হচ্ছে কোন দেশ থেকে?
 উত্তরঃ ইন্দোনেশিয়া
 * নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হল BCPCL
 * কোন দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে BCPCL গঠন করে?
 উত্তরঃ BCPCL & CMC
 * BCPCL কবে গঠন করা হয়?
 উত্তরঃ ১ অক্টোবর ২০১৪ সালে।
 * বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে কবে যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর হয়?
 উত্তরঃ ৯ জুন ২০১৪
 * NWPGL কবে নিবন্ধিত হয়?
 উত্তরঃ ২৮ আগস্ট ২০১৪
 * পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর্যায় রয়েছে ২ টি যথাঃ ফেজ ১ এ ১৩২০ মেগাওয়াট এবং ফেজ ২ এ ১৩২০ মেগাওয়াট মোট ২৬৪০ মেগাওয়াট।
 * সর্বোচ্চ উৎপাদিত হবে ৩৬০০ মেগাওয়াট।
 * অর্থায়নে: চীন ও বাংলাদেশ।
 * কার্যক্রম: NWPGL & BCPCL.
 * এটি দেশের প্রথম আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট।

* এটি একটি কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

* জ্বালানী: কয়লা।

* কোন নদীর পাশে অবস্থিত?

উত্তরঃ পায়রা নদী / Kalapara-Galachipa

* RRT অর্থ Reliability Run Test.

* DCT অর্থ Dependable Capacity Test.

* পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠান।

* পায়রা ৩৬০০ মেগাওয়াট LNG টু পাওয়ার প্রকল্প। যৌথ মালিকানা: Siemens AG, Germany ও NWPGL.

* NWPGL. ২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ মেগাওয়াট এর উর্ধ্বে।

* Bangladesh China Power Company Limited ২০১৪ সালে গঠিত হয়।

* চীনের সাথে কোম্পানী গঠনে ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ৮ই মার্চ ২০১৪ সালে (পায়রা-মাতারবাড়ি)।

পায়রা- কলাপাড়া, পটুয়াখালি এবং মাতারবাড়ি- মহেশখালি, কক্সবাজার।

* LNG টার্মিনাল কোথায় হবে?

উত্তরঃ মহেশখালি

* আমদানীকৃত কয়লা দিয়ে উৎপাদিত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি?

উত্তরঃ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (APSCL)

* নাম : Ashugonj Power Station Company Limited. (APSCL).

* অবস্থান : ব্রাহ্মনবাড়িয়া, আশুগঞ্জ।

* বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৯০ মেগাওয়াট।

* প্রতিষ্ঠাকালীন উৎপাদন ক্ষমতা- ১৮৭৬ মেগাওয়াট।

* কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তরঃ মেঘনা।

* সর্বোচ্চ জেনারেটিং ভোল্টেজ বর্তমানে APSCL- 22.25 KV

* APSCL কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরঃ ১৯৬৬ সালে।

* APSCL একটি সরকারী মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাওয়ার হাব।

* ইউনিট সংখ্যা বর্তমানে ৮ টি।

* কার্যক্রম শুরু ১ জুন ২০০৩ সালে।

* এই পাওয়ার স্টেশন দেশের মোট চাহিদার ৮.৭৬% এর ও অধিক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

* গ্যাস সরবরাহ করে APSCL এর জন্য বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড।

* পাওয়ার হাবঃ মহেশখালী, আশুগঞ্জ, পায়রা, ভেড়ামারা, মাতারবাড়ি।



পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের রূপপুর গ্রামে।

* NPCBL কবে গঠন করা হয়? উত্তরঃ ১৮ আগস্ট ২০১৫ সালে। যা দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প।

* প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

* বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

* বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* প্রথম চুল্লি বা রিয়াক্টর প্রেসার ভেসেল উদ্বোধন করা হয় ১০ অক্টোবর ২০২১ সালে।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে প্রায় ১৯.৩৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। যা ৬ কোটি মানুষ অথবা ১৫ কোটি পরিবারের বার্ষিক চাহিদা পূরণে সক্ষম।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫ স্তর বিশিষ্ট বিকিরণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

* ভূমিকম্প প্রবনতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিম্ন ভূমিকম্প প্রবন অঞ্চলে অবস্থিত।

* এটিতে সর্বোচ্চ ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও কোন ক্ষতি হবে না।

* অতিরিক্ত নিউটনকে সীমিত করতে রিয়াক্টরে কোন ধরণের রড ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ বোরন রড ও ক্যাডমিয়াম।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন ধরণের পাওয়ার প্ল্যান্ট?

উত্তরঃ বেসলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট।

* বেসলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় স্টীম টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সহনীয় মাত্রা- ($PGA=0.333g$) সমজাতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যেমন ভারতের কুদান কুলাস পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর ভূমিকম্প সহনীয় মাত্রার ($PGA=0.171g$) প্রায় দ্বিগুণ।

* এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ম্যাক্সিমাম ডিজাইন বেসিস ফাউন্ড লেভেল ১৯ মিটার।

* পদ্মা নদী থেকে পানি উত্তোলন করা হবে ২.৬ কিউবিক মিটার/সে:

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং উৎস কোন নদী?

উত্তরঃ পদ্মা নদী।

* বিশ্বের প্রথম ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কী?

উত্তরঃ আকাদেমিক লেমোনসভ, রাশিয়া।

* নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কি লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ বেসলোড

* বিশ্বের প্রথম দ্রুত নিউট্রন চালিত রিয়্যাক্টরে সমেত এনার্জি ব্লক হলো বেলোইয়ারস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাশিয়া)।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন ধরণের রিয়্যাক্টর ব্যবহার করা হবে?

উত্তরঃ (ক) *Pressurized Wwater Re actor*. উচ্চচাপমুক্ত জলের রিয়্যাক্টর

* *DCT : Dependable Capacity Test*.

* *RRT : Reliability Run Test*.

* সবচেয়ে পারমাণবিক রিয়্যাক্টর রয়েছে কোন দেশে?

উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রে।

* রিয়্যাক্টর হিসাবে *PWR* ব্যবহার হবে রূপপুরে।

* নামঃ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

* অবস্থানঃ ঈশ্বরদী, পাবনা (রূপপুর)।

* প্রস্তাবনাঃ ১৯৬১ সালে।

* কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তরঃ পদ্মা নদী।

* উৎপাদন ক্ষমতাঃ ২৪০০ মেগাওয়াট।

* ইউনিট সংখ্যাঃ ২টি।

* ১ম ইউনিট উৎপাদনে যাবে- ২০২৩ সালে।

* ২য় ইউনিট উৎপাদনে যাবে- ২০২৪ সালে।

* শেষ- ২০২৪ অর্থাৎ ২০২৪ সাল থেকে কার্যকর হবে।

* আয়ুষ্কালঃ ৫০ বছর।

* বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় ৩২তম।

* নির্মাতা প্রতিষ্ঠানঃ রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন (রোসাটম) রাশিয়া।

* যাদের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে রাশিয়া ১১.৩৮৫ বিলিয়ন ও বাংলাদেশ ১.২৬৫ বিলিয়ন।

* ব্যবহৃত জ্বালানী ইউরেনিয়াম (২৩৫)।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চজ্বালানী সরবরাহ করবে TVEL Fuel Company.

* দেশের ২য় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হবে হিজলা, বরিশালে।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ২০২৩ সালে।

* পৃথিবীর বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- Kashi Wazakikariwa, জাপান।

* বিশ্বের একমাত্র ভাসমান নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ফুলি কমিশন্ড, রাশিয়া।

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর রিয়্যাক্টরের মডেল নং- VVER 1200/523.

* রূপপুর পারমাণবিক উপকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের প্রথম কনক্রিট এর শুভসূচনা: ২০১৮-০৭-১৯

* বিশ্বের প্রথম ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কী?

উত্তরঃ একাডেমি লমোনোসভ, রাশিয়া



কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

* নামঃ কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

* অবস্থানঃ কাগুই, রাঙামাটি জেলা।

* প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৬২ সাল।

* কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তরঃ কর্ণফুলী

- * উৎপাদন ক্ষমতাঃ ২৩০ মেগাওয়াট।
- * উৎপাদন শুরু ৪০ মেগাওয়াট (২টি ইউনিট)
- * মোট ইউনিট সংখ্যাঃ ৫টি। (২*৪০=৮০ মেগাওয়াট, ৩*৫০=১৫০ মেগাওয়াট)
- * ব্যবহৃত টার্বাইনের নাম কি?

উত্তরঃ Kaplan Turbine

স্পিলওয়ে গেইট ১৬টি, ড্যামের উচ্চতা ৪৫.৭ মিটার বা ১৫০ ফিট।



চিত্র: Kaplan Turbine

- * BPDB কোন দুটি নদী হতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে?
- (ক) সাজু নদী (১৪ মেগাওয়াট)
- (খ) মাতামুহুরী নদী (৭৫ মেগাওয়াট)
- * পৃথিবীর বৃহত্তম পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? আবার এককভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট এর নাম কী?

উত্তরঃ The Three Gorges (22500 MW) চীনে অবস্থিত।

বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



- * নামঃ বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
 - * অবস্থান : বড় পুকুরিয়া, দিনাজপুর।
 - * উৎপাদন ক্ষমতাঃ ৫২৫ মেগাওয়াট
 - * প্রতিষ্ঠাঃ ২০০৬ সাল।
 - * BCML- Borapukuria Coal Mining Company Limited.
 - * কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন ধরণের কয়লা ব্যবহার করা হয়?
- উত্তরঃ বিটুমিনাস / সাব-বিটুমিনাস।
- * HFO- Heavy Fuel Oil.
 - * HSD- High Speed Diesel.
 - * ১ মেগাওয়াটে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা চালাতে কয়লা লাগে ১০ টন।
 - * এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা ব্যবহার করা হয় BCMCL থেকে।

রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- * নামঃ রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- * অফিসিয়ার নামঃ মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট
- * অবস্থানঃ রামপাল, বাগেরহাট।
- * বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হবেঃ ২০২৩ সালে।
- * প্রকল্প বাস্তবায়নঃ বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড
- * মালিকানাঃ BPDB 50% & INTPC 50%
- * কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তরঃ পশুর নদী।

- * জ্বালানীঃ কয়লা।
- * কয়লা আমদানি করা হবে- অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে।
- * প্রতি বছর কয়লা লাগবে- ৪.৭২ মিলিয়ন টন।

- * জ্বালানী সরবরাহ কোম্পানীর নাম ও দেশ- অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়ার কোম্পানী।
- * এটি নিয়ে বাংলাদেশ - ভারত চুক্তি হয় কবে?
- উত্তর: ২৯ জানুয়ারী ২০১২ সাল (বি:কে:নি)
- * বাংলাদেশ ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ আমদানির উদ্বোধন করা হয় কবে?
- উত্তর: ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল।
- * BD-IN বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ায় অবস্থিত।
- * বাংলাদেশ ভারত বিদ্যুৎ সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারী।
- * বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- * সহযোগীতায়- ভারত।
- * কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার হবে- আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট।
- * এ প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশ এশিয়াতে ৭ম ও বিশ্বে ১৩ তম।
- * রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সুন্দরবন থেকে কত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত?
- উত্তর: ১৪ কিলোমিটার।

মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- * মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- * অফিসিয়াল নাম: মাতারবাড়ী আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট।
- * ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হয় ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ সালে।
- * অবস্থান: কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে।
- * উৎপাদন ক্ষমতা: ১২০০ মেগাওয়াট
- * দেশের ২য় সর্বোচ্চ ব্যয়ের প্রকল্প এটি।
- * জ্বালানী: কয়লা।
- * সহযোগীতায়: জাপান (জাইকা)।
- * নির্মাণ খরচ: ৩৬ হাজার কোটি টাকা।
- * জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা দিচ্ছে-২৮ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা বাকি টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।
- * প্রকল্প বাস্তবায়নঃ কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড
- * কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১১ সালে গঠন করা হয়
- * বিদ্যুৎ পাবে কোন জেলা?
- উত্তর: কক্সবাজার।
- * এটি কোন ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্ট?
- উত্তর: আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল ডাওয়ার প্ল্যান্ট।
- * ব্যবহৃত জ্বালানী: কয়লা (আমদানী)।
- * কয়লা আমদানী করা হবে: অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে।
- * এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সাব বিটুমিনাস কয়লা ব্যবহৃত হবে।
- * সরকারের ১১০ টি প্রকল্পের একটি মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- * মাতারবাড়ি হবে পাওয়ার হাব অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আরো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হবে।
- * মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পূর্বে কোহেলিকা নদী অবস্থিত।
- * পানিতে সালফার ডাই-অক্সাইড রোধ করার জন্য সাগরের পানিতে ডি-সালফারাইজেশন মেথড ব্যবহার করা হবে।
- * অ্যাশ রোধক কমানোর জন্য ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রিসিপিটের সিস্টেম ব্যবহার করা হবে।

ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বিজয় আলো-২), ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- * নামঃ ওয়েস্টমেন্ট পাওয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড
- * অবস্থান- বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- * উৎপাদন ক্ষমতা- ৯০ মেগাওয়াট।
- * জ্বালানী- প্রাকৃতিক গ্যাস।
- * ভেড়ামারা ডুয়েল ফুয়েল
- * অবস্থান- ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
- * উৎপাদন ক্ষমতা- ৪১০ মেগাওয়াট।
- * দেশের প্রথম HVDC সাবস্টেশন ভেড়ামারা ব্যাক টু ব্যাক সাবস্টেশন।
- * দেশের ১ম ৪০০ কেভি লাইন বহরমপুর ভারত থেকে ভেড়ামারা বাংলাদেশ।

সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র

* দেশের ১ম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভাসমান) নির্মাণ হবে বাঘেরহাট জেলার মংলা পৌরসভায়।

* সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন গাইবান্ধা অবস্থিত (২০০ মেগাওয়াট)।

* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সোলার প্যান্টের রেটিং কত?

উত্তরঃ ২০০ মেগাওয়াট।

* সরকারী সৌর বিদ্যুৎ ১ম যুক্ত হয়েছে- জাতীয় গ্রীডে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

* কাগুই সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৭.৪ মেগাওয়াট।

* কাগুই ৭.৪ মেগাওয়াট সোলার পিডি গ্রিড কানেকটেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত।

* দেশের ১ম সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র টেকনাফ, কক্সবাজার, হিজলা।

* ১ম সৌর শক্তি থেকে গ্রীডে বিদ্যুৎ- সরিষাবাড়ি, জামালপুর, উৎপাদন ক্ষমতা- মেগাওয়াট।

* এটির বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর তা ময়মনসিংহ শহরের কেওয়াটখালী জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে।

* দেশের ১ম ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে ১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন।

* সরকারের ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে।

সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন গাইবান্ধা অবস্থিত (২০০ মেগাওয়াট)।

* বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সোলার প্যান্টের রেটিং কত?

উত্তরঃ ২০০ মেগাওয়াট।

দেশের সর্ববৃহৎ এবং এশিয়ার অন্যতম বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র "তিস্তা সোলার লিমিটেড" উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২রা আগস্ট, ২০২৩)।

★ অবস্থান: সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা (অনাবাদি চরের ৬৫০ একর জমিতে)।

★ উৎপাদন ক্ষমতা: ২০০ মেগাওয়াট

★ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: বেক্সিমকো পাওয়ার লিমিটেড

★ কেন্দ্রটির নির্মাণ শুরু হয় ২০১৭ সালে। বসানো হয় সাড়ে ৫ লাখ সোলার প্যানেল।

★ প্রকল্পে ব্যয়: প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার



আরপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আব্দুস সবুর বণিক বার্তাকে বলেন, সার্বজনীন জ্বালানী খাত থেকে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির লক্ষ্যে জামালপুরে এ সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে। আমরা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পুরো প্রস্তাব জমা দিয়েছি, অনুমোদন পেলে কাজ শুরু করব। এটির বিদ্যুতের ট্যারিফ এখনো ঠিক হয়নি। তবে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১১ টাকার মতো হতে পারে।

খসড়া প্রস্তাব থেকে জানা গেছে, ১০০ মেগাওয়াট সক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রটি মূলত শেখ হাসিনা সোলার পার্ক হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। পুরো প্রকল্পটিতে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ হাজার ৫১১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। এলওসি-৩-এর আওতায় সোলার প্রকল্পে ভারত ১ হাজার ১১৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা অর্থায়ন করছে। বাকি ৩১৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা সরকারি অর্থায়ন ও ৭৬ কোটি টাকা আরপিসিএলের।

ইপিসি ঠিকাদারের আওতায় বিদ্যুৎ প্রকল্পটির জন্য ৪৮ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া অধিগ্রহণকৃত জমিতে থাকা ৮৮টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এর বাইরে অধিগ্রহণকৃত পুরো জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

জামালপুরের মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করা হচ্ছে চরাঞ্চলের ভূমিতে। প্রায় এক দশক আগে জেগে ওঠা চরটিতে খুব বেশি জনবসতি নেই। দুই বছর আগে স্থানটিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে পরিকল্পনা নেয় আরপিসিএল। জেগে ওঠা চরটি সরকার অধিগ্রহণ করার পর আরপিসিএলকে জমি বরাদ্দ দেয় ভূমি মন্ত্রণালয় ও জামালপুর জেলা প্রশাসন।

২০১৭ সাল থেকে দেশে এখন পর্যন্ত সাতটি সোলার পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মোট উৎপাদন সক্ষমতা ১৩০ মেগাওয়াট। এরই মধ্যে সোলার পার্কগুলো থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। বেশির ভাগ সোলার পার্ক নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিপিডিবি)। স্থাপিত সোলার পার্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট উৎপাদনক্ষমতা ৫০ মেগাওয়াট।


বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বাড়াতে সরকার আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। জামালপুরের মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি সেখানে একই সক্ষমতার আরো একটি সোলার পার্ক নির্মাণ করছে বিপিডিবি, আরপিসিএল ও পাওয়ার জেন। এ প্রকল্পের জন্য ৩৪৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রটির বিদ্যুতের ট্যারিফ ১১ টাকা ৫ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- * দেশের ১ম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে মুছুরী প্রজেক্ট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফেনী।
- * দেশের ১ম হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে ফেনীতে।
- * ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুতে অংশীদার জাপানের মারুবিনী ও ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র অংশীদার চীনের এনভিশন রাষ্ট্রীয় কোম্পানী ইজিসিবি এই ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করবে।
- * দেশে ২য় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ হবে কুতুবদিয়া, কক্সবাজারে।
- * বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প মুছুরী প্রজেক্ট বা সেচ প্রকল্প।

পাওয়ার সেক্টরঃ সাম্প্রতিক তথ্য

- * সাবমেরিন ক্যাবলের সাহায্যে কোন এলাকায় সর্বশেষ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়? কুতুবদিয়া মহেশখালী
- * সাবমেরিন ক্যাবলের সাহায্যে কোন উপজেলায় সর্বশেষ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়- পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি।
- * সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন গাইবান্ধা অবস্থিত (২০০ মেগাওয়াট)।
- * বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সোলার প্যান্টের রেটিং কত? উত্তরঃ ২০০ মেগাওয়াট।
- দেশের সর্ববৃহৎ এবং এশিয়ার অন্যতম বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র "তিস্তা সোলার লিমিটেড" উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২রা আগস্ট, ২০২৩)।
- * অবস্থান: সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা (অনাবাদি চরের ৬৫০ একর জমিতে)।
- * উৎপাদন ক্ষমতা: ২০০ মেগাওয়াট
- * নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: বেক্সিমকো পাওয়ার লিমিটেড
- * কেন্দ্রটির নির্মাণ শুরু হয় ২০১৭ সালে। বসানো হয় সাড়ে ৫ লাখ সোলার প্যানেল।
- * প্রকল্পে ব্যয়: প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার

বিদ্যুৎ আমদানি আপডেট		
ভেড়ামারা এইচভিডিসি		১০০০
ত্রিপুরা	LET'S BUILD A FUTURE	১৬০
পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া ঝাড়খন্ডে স্থাপিত আদানি পাওয়ার লিমিটেডে		১৪৯৬
উপ-মোট বিদ্যুৎ আমদানি		২৬৫৬

- * কত উচ্চতা বিশিষ্ট কুলিং টাওয়ার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের----- ১৭৫ মিটার
- * রূপপুরে রিয়াক্টর বিল্ডিংয়ের ভেন্টিলেশন স্ট্যাক স্থাপন---১ আগস্ট ২০২৩
- * বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পদক স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ পেয়েছেন।
- * পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট কত তারিখে জাতীয় খ্রিডে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করে? উত্তরঃ ১৪ মে ২০২০ সাল। বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে ১৫ মে ২০২০ সালে।
- * বাংলাদেশ বিশ্বের ১৩ তম দেশ হিসেবে কয়লা ভিত্তিক আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বানিয়েছে।
- * এশিয়াতে ২য় দেশ হিসাবে চীনের পর বাংলাদেশ ঢাকনা যুক্ত কোলডোম ব্যবহার করেছে।
- * বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৩২০ মেগাওয়াট।
- * মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২১ শে মার্চ ২০২২ উদ্বোধন করেন।
- * সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তরঃ চীন।
- * বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তরঃ চীন
- * সোলার থেকে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কোন দেশ? উত্তরঃ চীন।
- * কোন দেশ জিও স্টেশনারী অরবিটে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে? উত্তরঃ চীন।

* ১০ জুলাই, ২০২০ এশিয়ার বৃহত্তম সোলার প্যানেল পাওয়ার প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হয় কোন দেশে?

উত্তরঃ ভারত ৭২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা।

* মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে কোন জেলাটি আলোকিত হবে?

উত্তরঃ কক্সবাজার।

* মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছে কে?

উত্তরঃ কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড।

* মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসাবে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বারাকা (আশীর্বাদ) চালু করল কোন দেশ?

উত্তরঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)

* নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কোন দেশ?

উত্তরঃ চীন।

* বর্তমানে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানী (রিনিওয়েবল এনার্জী) থেকে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে?

উত্তরঃ ৭৮৭.৩ মেগাওয়াট (পরিবর্তনশীল)।

* কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে?

উত্তরঃ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

* **Recently Bangladesh having a negotiation for importing 500 MW with which country?**

Ans: Nepal.

* পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২য় ইউনিট পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ২৬ আগস্ট, ২০২০ (৬৬০ মেগাওয়াট)। ২য় ইউনিট কত তারিখে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে ৮ ডিসেম্বর ২০২০ সালে।

* দেশে ১ম বারের মতো বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হবে কোথায়?

উত্তরঃ পটুয়াখালীর পায়রায়।

* বর্তমানে অনুমোদন নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়টি?

উত্তরঃ ২৩টি।

* প্রথম চুল্লি বা রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল উদ্বোধন করা হয় ১০ অক্টোবর ২০২১ সালে।



★ ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন- ১৯০১ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে।

★ সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (পটুয়াখালী)।

★ বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি নদীতে কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠিত - ১৯৬২ সালে।

★ আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৬১), পাবনা জেলায়।

★ প্রথম বেসরকারি খাতে বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুলনা বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৯৮ সালে)।

★ ভূমিভিত্তিক দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হরিপুর (নারায়ণগঞ্জ)।

★ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বড় পুকুরিয়া, দিনাজপুর, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাগেরহাট।

★ বাংলাদেশে প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সোনাগাজী, ফেনী।

★ কুবুদিয়া বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কক্সবাজার।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ

* বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভাগ কতটি ও কী কী?

উত্তরঃ ২টি। বিদ্যুৎ বিভাগ, খনিজ সম্পদ বিভাগ।

* **Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC)** কবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩ মার্চ, ২০০৩ ইং। কার্যক্রম শুরু হয় ২৭-০৪-২০০৪ সাল

* **Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited (BAPEX)** কবে গঠিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু করে?

উত্তরঃ গঠিত হয় ৩ এপ্রিল ১৯৮৯ এবং কার্যক্রম শুরু হয় ১ লা জুলাই ১৯৮৯।

* **Bangladesh Gas Fields Company Limited (BGFCL)** নামকরণ করা হয় কবে এবং কবে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়?

উত্তরঃ নামকরণ করা হয় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ইং এবং উৎপাদন শুরু এপ্রিল মাস ১৯৬৮ সালে।

* **Titas Gas Transmission & Distribution Company Limited(TGTDCL)** কবে কার্যক্রম শুরু করে এবং গ্যাস বিতরণ শুরু করে কবে?

উত্তরঃ কার্যক্রম শুরু করে ২০ নভেম্বর, ১৯৬৪ইং এবং গ্যাস বিতরণ শুরু করে ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৮ইং।

* **Bangladesh Petroleum Corporation (BPC)** প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম শুরু করে কবে?

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম শুরু ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ ইং (৮৮ নং অধ্যাদেশ বলে) এবং কার্যক্রম শুরু করে ১ জানুয়ারী ১৯৭৭ইং।

* দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার কোম্পানীর নাম কী?

উত্তরঃ ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ERL) কী?

* তেল বিতরণ কোম্পানী কয়টি?

উত্তরঃ ৩টি।

* লুব্রিকেট ব্রেডিং প্ল্যান্ট কয়টি?

উত্তরঃ ২টি।

* **LPG** বোতলজাত করণ ও বিতরণ প্ল্যান্ট কয়টি?

উত্তরঃ ১টি। LPG Gas Limited

* বিটুমিন উৎপাদন কোম্পানী একটি (অ্যাসফল্টিক বিটুমিন কোম্পানী)।

* কয়লা, খনিজ ও ধাতব গবেষণা ইন্সটিটিউট কোথায়?

উত্তরঃ খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট।

* **টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Sustainable & Renewable Energy Development Authority- SREDA)** কবে গঠন ও কার্যক্রম শুরু হয়?

উত্তরঃ একই দিনে ২২ মে ২০১৪ ইং। এটি বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

* বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় কবে?

উত্তরঃ ১৯৭৩ সালে।

* **International Atomic Energy Agency (IAEA)** আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়।



অঞ্চল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এর ব্যবহার

* বাংলাদেশের অঞ্চল সমূহ কয়টি?

উত্তরঃ ৪টি। যথা- (ক) পূর্বাঞ্চল, (খ) পশ্চিমাঞ্চল, (গ) দক্ষিণাঞ্চল, (ঘ) উত্তরাঞ্চল।

* বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?

উত্তরঃ পূর্বাঞ্চল।

* বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বর্তমানে সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?

উত্তরঃ পশ্চিমাঞ্চল।

* **Solar Pannel Setup is which direction in BD?**

উত্তরঃ South.

* **Bangladesh will be import Hydro-Electric power from which country?**

উত্তরঃ India-Nepal.

* বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে উৎপাদনের তুলনায় বিদ্যুৎ চাহিদা কম এবং কোন অঞ্চলে বেশি??

উত্তরঃ সিলেট এবং রংপুর।

* বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?

উত্তরঃ সিলেট।

* বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়?

উত্তরঃ রংপুর।

পাওয়ার হাব, আন্ড্রা সুপার পাওয়ার প্ল্যান্ট, হাইব্রিড পাওয়ার প্ল্যান্ট

* ঘোড়াশাল পাওয়ার হাব দেশের প্রথম পাওয়ার হাব সূত্র: বিদ্যুৎ জ্বালানী বিভাগ
১৯৭২-৭৫ এই সময়ে আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও সিদ্ধিরগঞ্জ তিনটি পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

* বর্তমানে বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ পাওয়ার হাব কোনটি

উত্তরঃ APSCCL

* সুপার ক্রিটিক্যাল ও আন্ড্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার মূলত উৎপাদিত স্টীমের চাপ এবং তাপমাত্রার পরিমাণ নির্দেশ করে। উৎপাদিত স্টীমের চাপ এবং তাপমাত্রার ভেরিয়েশন এর ফলেই উৎপাদিত পাওয়ার প্ল্যান্টের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

* সচরাচর দেখা যায়, সুপার ক্রিটিক্যাল স্টীমের চাপ থাকে ২৫০ থেকে ২৭০ বার এবং তাপমাত্রা থাকে ৫৬০ ডিগ্রী সেঃ থেকে ৬০০ ডিগ্রী সেঃ
অপর দিকে আন্ড্রা সুপার ক্রিটিক্যাল এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্টীমের চাপ থাকে ২৮৫ বার এবং তাপমাত্রা থাকে ৬০০ থেকে ৬২০ সেন্টিগ্রেড।

* হাইব্রিড পাওয়ার প্ল্যান্ট হলো একই স্থানে সোলার প্ল্যান্ট ও বায়ু বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন। অর্থাৎ সোলার এবং বায়ু দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সরবরাহ করা।

পিজিসিবি-২০১৯ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান

* গ্যাসের একক NM^3 বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ Normal Cubic Meter.

* বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সী কত?

উত্তরঃ 50HZ

* বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বর্তমানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়?

উত্তরঃ পূর্বাঞ্চলে

* বাংলাদেশের গ্রীডে বর্তমানে ব্যবহার যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ ১৬০০০ MW

* কোনটি গ্রিড সাবস্টেশন?

উত্তরঃ ১৩২/৩৩/১১ কে.ভি (১৩২/৩৩ কে.ভি রয়েছে কিছু ক্ষেত্রে ১৩২/১১ কে.ভি আছে)।

* BPDB থেকে কে বিদ্যুৎ কেনে না?

উত্তরঃ PGCB

* বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইম মুভার হিসাবে কি ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ স্টীম ইঞ্জিন, স্টীম টারবাইন।

* PGCB হলো স্বায়ত্ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান যা BPDB এর সহায়ক সংস্থা

* লাইনে উচ্চ ভোল্টেজ ব্যবহার হয় কেন?

উত্তরঃ বিদ্যুৎ অপচয় কমানোর জন্য।

* বেইজ লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসাবে কী ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ স্টীম টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট।

ডেসকো-২০১৯ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান

* ২০১৮ সালে ডেসকো এলাকাতে Pick Demand ছিল আনুমানিক 1000MW

* লাইফ লাইন যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

উত্তরঃ 0-50 Unit এর ক্ষেত্রে।

* আপনার বাসাতে ১ ফেজ ভোল্ট হচ্ছে-

উত্তরঃ 230 volt.

* আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রধান যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয়-

উত্তরঃ প্রাকৃতিক গ্যাস।

* বিদ্যুৎ বিতরণ পোল যা দিয়ে তৈরি হয় না।

উত্তরঃ WOOD.

* আমাদের দেশে বিদ্যুৎ এর ফ্রিকোয়েন্সী 50HZ

* **DESCO, DPSC** কার থেকে বিদ্যুৎ কেনে?

উত্তরঃ BPDB

* কোন এলাকাটি **DESCO** এলাকাতে নয়?

উত্তরঃ Nikunja / Kalyanpur / Purbachal / **Tejgaon**

* কোন উচ্চ লোড নয়?

উত্তরঃ AC / Computer / LED Light / **Calcalater**

* বৈদ্যুতিক শক্তির একক কী?

উত্তরঃ kwh

* বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা কত?

উত্তরঃ ৬ টি।

* ডেসকোর গ্রাহক সংখ্যা মোট কত?

উত্তরঃ উপরের চার্ট দেখুন

* ১৮-০২-২০২০ তারিখে ডেসকো প্রধান কার্যালয়ে মুজিব কর্ণার উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ বিভাগের বর্তমান সচিব ড. সুলতান আহমেদ।

* বাংলাদেশের একমাত্র পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায়?

উত্তরঃ রূপপুর।

* বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ ২৩০ মেগাওয়াট

* বাংলাদেশে নির্মাণাধীন পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ ২*১২০০=২৪০০ মেগাওয়াট।

* বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ ২৩০ মে:ও:

* মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে জ্বালানী ব্যবহৃত হবে তা হলো:



উত্তরঃ কয়লা (১২০০ মে:ও:)

* **Transformer** এর কাজ কী?

উত্তরঃ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পরিবর্তন করা।

* কখন পুরো সিস্টেম ব্যাপী লোড শেডিং করার প্রয়োজন হয় না?

উত্তরঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি হয় যখন।

* কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহৃত হয় না?

উত্তরঃ দিনাজপুর বড় পুকুরিয়া।

* একটি ৫৬ ইঞ্চি সেলিং ফ্যান যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যয় করে-

উত্তরঃ 75 Watt

* আমাদের দেশে শহর এলাকাতে **Roof Top Photo voltaic System-**

উত্তরঃ সরাসরি ব্যাটারী।

ডিপিডিসি-২০২০ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান

* ডিপিডিসি এলাকার বাইরে কোনটি?

উত্তরঃ নৈব্যক্তিক পাঠে আলোচনা করা আছে।

* বাংলাদেশে স্বয়ত্বশাসিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ৫টি।

* মাসিক কত একক (kwh) পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ করলে **Life Time** গ্রাহক হিসাবে ধরা হয়?

উত্তরঃ 1-50 units. (4.35 tk/kwh)

* DPDC এলাকায় Pack Demand প্রায় কত?

উত্তরঃ উপরের চার্ট দেখুন

* Life Line গ্রাহকের জন্য প্রতি একক বিদ্যুতের নতুন রেট কত?

উত্তরঃ 4.35tk.

* ডিপিডিসির মোট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় কত?

উত্তরঃ উপরের চার্ট দেখুন

* বাংলাদেশে সাপ্লাই ফ্লিকোয়েন্সি কত?

উত্তরঃ 50 HZ

* আবাসিক ফ্যান, বাতি ইত্যাদিতে কত ভোল্ট ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ 230 volt

* ওভারহেড লাইনে কন্ডাক্টর হিসাবে কী ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ এ্যালুমিনিয়াম (ACSR)

* 1 টি 1 Ton AC 1 ঘণ্টা চালু থাকলে কত বিদ্যুৎ খরচ হয়?

উত্তরঃ 3.5 kwh

ব্যাখ্যাঃ 1Ton = 3.5 kwh

আরপিসিএল এবং মিস্ট - ২০১৯ পাওয়ার সেক্টর প্রশ্ন সমাধান

* 24000 MW Generation Capacity Target for bd which year?

Ans: 2021

* Solar Panel setup is which direction in bd?

Ans: South

* What kind of work PGCB done?

Ans: Transmission.

* Which is the first nuclear power plant in our country?

Ans: Rup pur nuclear power plant, Ishwardi, Pabna.

* Which is the highest transmission voltage in bd at present?

Ans: 400 kv.

* Bangladesh will be import hydro electric power from which country?

Ans: India-Nepal.

* বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রীর নাম কী?

Ans: নসরুল হামিদ।

* RPCL কবে গঠিত হয়?

Ans: 1994

* অফ পিকিং আওয়ার কখন ধরা হয়?

Ans: রাত ১১ টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

* লাইফ লাইন গ্রাহক হলো 1-50 units এর জন্য।



বিদ্যুৎ প্রাপ্ত এবং সুবিধা প্রাপ্ত বিষয় সমূহ

* বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত?

উত্তরঃ ১০০% আপডেট

* বাংলাদেশে ১ম শতভাগ বিদ্যুৎতায়িত জেলা কোনটি?

উত্তরঃ যশোর।

* সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রাপ্ত জনপদ কোনটি?

উত্তরঃ সন্দীপ।

*বাংলাদেশে প্রথম শতভাগ বিদ্যুতায়ন জেলা কোনটি?

উত্তরঃ যশোর

* সন্দীপ কোন পরিবাহীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা পায়?

উত্তরঃ সাবমেরিন ক্যাবল

বেসলোড এবং আমদানীকৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানী

* নিচের কোন ফুয়েল বেজলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট এ বেশি ব্যবহার করা হয়?

(i) HFO (ii) কয়লা (iii) ডিজেল (iv) CNG

উত্তরঃ কয়লা।

* রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্ট?

উত্তরঃ বেসলোড (ফুয়েল- ইউরেনিয়াম ২৩৫)।

* বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমমুভার হিসাবে কী ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ স্টীম ইঞ্জিন, স্টীম টারবাইন।

* বেসলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়-

উত্তরঃ স্টীম টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট।

* বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে কেন?

উত্তরঃ ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মূল্য কম। ৫.৪৬ পয়সা (প্রায়)।

* বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে মোট ১১৬০ মেগাওয়াট।

* বাংলাদেশ ভারত বাদে আর কোন দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করবে ভাবছে?

উত্তরঃ নেপাল ও ভুটান।

* পায়রা, মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানী কয়লা যা আমদানীকৃত।



প্রতিষ্ঠা লাভ

* BPDB - প্রতিষ্ঠা লাভ ১লা মে, ১৯৭২

* পল্লী বিদ্যুৎ- ২৯ অক্টোবর ১৯৭৭।

* DESCO - ৩ নভেম্বর ১৯৯৬ইং।

* WZPDCL- নভেম্বর ২০০২ইং।

* পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র: ১৯৬২ সাল।

* বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র: ২০০৫ সাল।

* APSCL- ১৯৯৬ সাল।

* PGCB- ২১ নভেম্বর, ১৯৯৬ সাল।

* RPCL গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে।

* পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কতটি?

উত্তরঃ ৮০টি

* WZPDCL, NESCO কতটি জেলা বিদ্যুৎ সরবরাহ দিয়ে থাকে?

উত্তরঃ WZPDCL- ২১ টি, NESCO- ১৬ টি।

* বাংলাদেশ ভারত থেকে ১১৬০+১৪৯৬ MW বিদ্যুৎ আমদানি করে।

* বাংলাদেশে ৩ ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে।

(i) বেসলোড (Nuclear Power Plant)-কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমানবিক শক্তি ২৪ঘন্টায় চালু থাকে।

- (ii) ইন্টারমিডিয়েট লোড (Intermediate power plant)- Intermediate load plant fill the gap between base load and picker plant.
- (iii) পিক লোড (Picking hour power plant)- বিকাল ৫:০০টা হইতে রাত্রী ১১:০০টা পর্যন্ত জ্বালানী, HFO.

বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা

- * বিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্বশেষ মাপ্তির প্যান করা হয়- ২০১৬ সালে।
- * মুজিব বর্ষে “ঘরে ঘরে জ্বলবে বিদ্যুতের আলো” ২০২১ সালে।
- * নবায়ন যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?
- উত্তরঃ ১০%
- * ২০৪১ সালে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?
- উত্তরঃ ৫০%
- * ২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?
- উত্তরঃ ২৪০০০ MW
- * ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?
- উত্তরঃ ৪০০০০ MW
- * ২০৪০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?
- উত্তরঃ ৬০০০০ MW
- * NWPGL এর ২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত?
- উত্তরঃ ১০০০০ MW এর উপরে। সূত্র : ওয়েব সাইট

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিষয়সমূহ

- * বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় নবাব সলিমুল্লাহ কর্তৃক কত সালে?
- উত্তরঃ ৭ নভেম্বর ১৯০১।
- * দেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র -----।
- উত্তরঃ ২৩০ মে:ও:
- * দেশের প্রথম একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র -----।
- উত্তরঃ কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- * দেশের প্রথম একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর উৎপাদন ক্ষমতা কত?
- উত্তরঃ উৎপাদন ক্ষমতা: ২×১২০০=২৪০০ মেগাওয়াট
- * দেশের প্রথম কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র- বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর উৎপাদন ক্ষমতা কত?
- উত্তরঃ উৎপাদন ক্ষমতা: ৫২৫ মেগাওয়াট
- * দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র “মুছুরী প্রজেক্ট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোথায়?
- উত্তরঃ ফেনী।
- * দেশের প্রথম বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হবে -----।
- উত্তরঃ জালকুড়ি নারায়নগঞ্জ।
- * দেশের প্রথম ৪০০ কে.ভি. সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা হয়-
- উত্তরঃ ভেড়ামারা, ভারত।
- * দেশের প্রথম ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা হয় ----- সালে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সঞ্চালন লাইন।
- উত্তরঃ ১৯৬২।
- * সর্বপ্রথম সৌরশক্তি থেকে গ্রীডে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় কোথায় ?
- উত্তরঃ সরিষাবাড়ি, জামালপুর উৎপাদন ক্ষমতা ৩ মেগাওয়াট।
- * দেশের প্রথম HVDC সাবস্টেশন ভেড়ামারা ----- সাবস্টেশন।
- উত্তরঃ ব্যাক টু ব্যাক।
- * দেশের প্রথম আইসোলেটেড গ্রিড হবে -----।
- উত্তরঃ হাতিয়া, নোয়াখালি।
- * দেশের প্রথম বে-সরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায়?
- উত্তরঃ খুলনা বার্জমাউন্টেড।
- * প্রথম ১০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়-
- উত্তরঃ ১৯ মার্চ ২০১৮।
- * প্রথম ১১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়-
- উত্তরঃ ৭ জুলাই ২০১৮।
- * প্রথম ১২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়-



উত্তরঃ ২ মে ২০১৯।

* প্রথম ১৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়-

উত্তরঃ ৩ এপ্রিল, ২০২১

* দেশের প্রথম গ্যাস ইনসুলেটেড সাব-স্টেশন (GIS) কোথায়?

উত্তরঃ গুলশান।

* সরকারী সৌর বিদ্যুৎ প্রথম জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত হয়েছে কবে?

উত্তরঃ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

* বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হবে -----।

উত্তরঃ বাগেরহাট জেলার মংলা পৌরসভায়।

* প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কোথায় করা হয়?

উত্তরঃ সিলেট শহরে।

* দেশের ২য় HVDC সাবস্টেশন ----- অবস্থিত।

উত্তরঃ দেবপুর, কুমিল্লা।

* দেশের ২য় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে-

উত্তরঃ হিজলা, বরিশালে।

* দেশের ২য় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলো- কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

* দেশের ৩য় গ্রীড রিং হবে কোথায়?

উত্তরঃ সিলেট।

* বাংলাদেশের বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগকারী দেশ কী কী?

উত্তরঃ চীন, ভারত, জাপান ইত্যাদি।

* বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে কোন দেশ?

উত্তরঃ চীন।

* বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে ২য় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে কোন দেশ?

উত্তরঃ জাপান।



বিদ্যুৎ বিদ্যুতের লক্ষ্য মাত্রা তেজুরে আছে। প্রায় সকল প্রশ্নই পড়তে হবে।

LET'S BUILD A FUTURE

বিভিন্ন রকম জ্বালানীর সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

* সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন এর উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ উৎপাদন ক্ষমতা: 1876 MW

* নির্মানাধীন দেশের প্রথম সর্ববৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম কী? এর উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উৎপাদন ক্ষমতা: 1320 MW

* দেশের সর্ববৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ----- তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

উত্তরঃ পায়রা

* দেশের সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায়?

উত্তরঃ ময়মনসিংহ জেলায়।

* দেশের সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ ৫০ মেগাওয়াট।

* দেশের একমাত্র সর্ববৃহৎ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাঘেরহাট জেলার মংলা উপজেলায়। এর উৎপাদন ক্ষমতা কত?

উত্তরঃ ১৫ মেগাওয়াট।

* সবচেয়ে বেশি গ্যাস উৎপন্ন হয় ----- গ্যাস ক্ষেত্র থেকে।

উত্তরঃ তিতাস

* বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জেনারেটিং ভোল্টেজ কত?

উত্তরঃ ২২.২৫ কে.ভি (আশুগঞ্জ)

* দেশের সর্ববৃহৎ সুইচিং স্টেশন হবে কোথায়?

উত্তরঃ গোপালগঞ্জে ।

* দেশের প্রথম উপকেন্দ্র কোথায়?

উত্তরঃ টঙ্গী উপকেন্দ্র, ঢাকা ।

* বাংলাদেশের প্রথম GIS সাবস্টেশনঃ ----- ।

উত্তরঃ গুলশান গ্রিড সাবস্টেশন ।

* দেশের প্রথম সর্ববৃহৎ Transmission Line ভোল্টেজ কত হবে?

উত্তরঃ ৭৬৫ কে.ভি

* দেশের প্রথম সঞ্চালন লাইন ছিল কত ভোল্টেজের?

উত্তরঃ ১৩২ কে.ভি.

* দেশের প্রথম সঞ্চালন লাইন হলো: ঢাকা - চট্টগ্রাম (কাগুই- সিদ্ধিরগঞ্জ) ।

* বাংলাদেশে গ্রীড কানেকটেড বিদ্যুতের যাত্রা কবে চালু হয়?

উত্তরঃ ১৯১২ সালে ।

* বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম বা প্রধান জ্বালানী হিসাবে কী ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ গ্যাস ।

* দেশের প্রথম হাইব্রিড পাওয়ার প্ল্যান্ট কোথায়?

উত্তরঃ সোনাগাজী, ফেনী ।

* দেশের একমাত্র এল.এন.জি টার্মিনাল কোথায়?

উত্তরঃ মহেশখালী, কক্সবাজার ।

* বাংলাদেশের একমাত্র বার্জ মাউন্টেড পাওয়ার প্ল্যান্টটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তরঃ ভৈরব, খুলনা ।

* দেশের প্রথম ৪০০ কেভি লাইন কোনটি?

উত্তরঃ বহরমপুর, কুষ্টিয়া ।

* দেশের প্রথম আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট কোনটি?

উত্তরঃ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ।

* পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২য় ইউনিট উৎপাদনে যায়- ২৬ আগস্ট, ২০২০ সালে । উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬০ মেগাওয়াট ।

* বাংলাদেশ এশিয়াতে ৭ম দেশ হিসেবে কয়লা ভিত্তিক আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করেছে । এর মধ্যে চীন ও বাংলাদেশ ঢাকনা যুক্ত কোল ইয়ার্ড ব্যবহার করেছে । এর ফলে কেন্দ্রটি থেকে সালফার ডাই-অক্সাইড নির্গমনের হার মাত্র ৭০-৮০ মি.গ্রা. অন্য দিকে দূষণ নিয়ন্ত্রনের জন্য বিশ্বব্যাংকের বেঁধে দেওয়া মাত্রা ২০০ মি.গ্রা. ।



পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি) সম্পর্কিত তথ্য

* নামঃ Power Grid Company of Bangladesh ltd. (PGCB)

* প্রতিষ্ঠাঃ ২১ নভেম্বর ১৯৯৬ সাল ।

* PGCB কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

উত্তরঃ PGCB বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী প্রতিষ্ঠান ।

* PGCB হলো স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা । BPDB এর সহায়ক সংস্থা ।

* BPDB থেকে কে বিদ্যুৎ কেনে না ।

উত্তরঃ PGCB

* গ্রীড সাবস্টেশন হলো- ১৩২/৩৩ কেভি

* দেশের বিদ্যুৎখাত নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি সংস্থার নাম কী?

উত্তরঃ Bangladesh Energy Regulatory Commission.

* PGCB এর বর্তমান চেয়ারম্যান এবং বর্তমান মহাপরিচালক হলো- ড. আহমদ কাইকাউস ও গোলাম কিবরিয়া ।

* Status: পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (Listed) ।

* PGCB এর মোট সঞ্চালন লাইন কত?

উত্তরঃ উপরের চার্ট দেখুন

* PGCB এর MVA কত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্কিট রয়েছে?

উত্তরঃ উপরের চার্ট দেখুন

* PGCB এর সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন লাইন ভোল্টেজ কত?

উত্তরঃ বর্তমানে 800 কেভি

* বর্তমানে বাংলাদেশে অর্থাৎ PGCB এর সঞ্চালন ভোল্টেজ কত?

উত্তরঃ ১৩২কেভি, ২৩০কেভি, ৪০০কেভি, এবং চলমান ৭৬৫কেভি।

* নির্মানাধীন ৭৬৫ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন ২টি মাতারবাড়ি কক্সবাজার থেকে ভুলতা, ঢাকা।

* বর্তমানে দীর্ঘতম ট্রান্সমিশন লাইন খুলনা থেকে ভেড়ামারা ৩৫৩ কি.মি সার্কিট।

* PGCB এর Natioal Load Dispatch Center (NLDC) আফতাবনগর, রামপুরা ঢাকায় অবস্থিত।

* বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান PGCB।

* দেশের প্রথম ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা কবে করা হয়?

উত্তরঃ ১৯৬২ সালে।

* দেশের প্রথম ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা কবে করা হয় কোথায়?

উত্তরঃ ভেড়ামারা কুষ্টিয়া।

* বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রাইম মুভার হিসাবে ব্যবহৃত হয় স্টিম ইঞ্জিন স্টীম টারবাইন।

* স্টীম টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট বেসলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

* জেনারেশন, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়ার সিস্টেমে সিস্টেম লস মূলত কোথায়?

উত্তরঃ ট্রান্সমিশনে।

* দেশের প্রথম ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রতিষ্ঠা কবে করা হয় কোথায়?

উত্তরঃ ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

* বাংলাদেশের গ্রীডে বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় কত?

উত্তরঃ ১৬০০০ মেগাওয়াট।

* বাংলাদেশে প্রথম আইসোলটেড গ্রিড হবে নোয়াখালী।

* বর্তমানে আন্তর্জাতিকীয় পাওয়ার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে ভারত ভেড়ামারা হয়ে ৪০০ কেভি লাইনে ১১৬০ মেগাওয়াট।

* ট্রান্সমিশন লাইনে যে কন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয়-ACCC- Alluminium Conductor Composite Core & ACSR- Alluminium Conductor Steel Reinforced Cable & AAC- All Alluminium Alloy Conductor.

* MICC- Mineral Insulating Copper Clad.

* AAC- All Alluminium Conductor.

* AAAC- All Alluminium Alloy Conductor.

* ACAR- Alluminium Conductor Alloy Reinforced

* 400kv Grid Substation রয়েছে ১টি। নাম হলো- Bangladesh-India Power Transmission Center (BIPTC) HVDC.

* 400/230kv Substation রয়েছে ৩টি।

(ক) ভুলতা, (খ) কালিয়াকৈর, (গ) বিবিয়ানা।

* 400/132kv Substation রয়েছে ২টি।

* 230/132kv Substation রয়েছে ২১টি।

* 132/33kv Substation রয়েছে ১১১টি।

* বাংলাদেশের ট্রান্সমিশন লাইন ভোল্টেজ যথাক্রমে 400kv, 230 kv, 132 kv এবং নির্মানাধীন 765kv

* প্রথম অপটিক্যাল ফাইবার গ্রিড নেটওয়ার্ক যুক্ত হয়-

* ৪০০ কেভি ৮৬ কি.মি. সার্কিট ওয়েবসাইট দেখুন।

* ২৩০ কেভি ৩৬৫৬ কি.মি সার্কিট

* ১৩২ কেভি ৭৬৭১ কি.মি সার্কিট

* অন্যান্য- ৯২.৫২ কি.মি সার্কিট

* ৩২/৩৩/১১ সাবস্টেশন পিজিসিবির রয়েছে।



- * গত ১০ বছরের দেশের সম্বলন লাইন বেড়েছে দ্বিগুণ।
- * সাব স্টেশন থেকে ডিস্ট্রিবিউটরপর্যন্ত লাইন হলো ফিডার।
- * সেবার মান বাড়াতে বাংলাদেশ NLDC এর সাথে ফ্রান্স যুক্ত।
- * PGCB ই প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রিড লাইন চালু করেছে।
- * PGCB সিস্টেম লস কমানোর কারণ পুরনো AIS- Air Insulation System এর পরিবর্তে GIS- Gas Insulation System ব্যবহার করে।
- * পুরস্কার পিজিসিবি (কার্যকর ও মানসম্মত ব্যবস্থাপনায়)- ISO 9001 : 2015
- * কর্মক্ষেত্রে- 18001 : 2007
- * ফাইবার অপটিক সংযোগটি PGCB এর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে চলে BTCL সহ অন্যান্য মোবাইল অপারেটররা।
- * এশিয়া সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন টাওয়ার অবস্থিত বাংলাদেশে। ১৭৫ মি.।
- * ২০০৯ সালের পর দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণ।
- * উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় হলো পিজিসিবির কাজ।
- * উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তরঃ লাইনে বিদ্যুৎ অপচয় কমানোর জন্য।

- * কোনটি গ্রিড সাব-স্টেশন?

উত্তরঃ (i) 33/11 (ii) 66/33, (iii) 132/0.4, (iv) **132/33**

- * বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে সর্বমানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়?

উত্তরঃ পূর্বাঞ্চলে।

- * বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ৬টি। যথা- BPDB, BREB, WZPDCL, NESCO, DPDC, DESCO.

- * বাংলাদেশে স্বায়ত্বশাসিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ৫টি। যথা- BREB, WZPDCL, NESCO, DPDC, DESCO.

- * বাংলাদেশে সরকারী বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ১টি। যথা- BPDB.

- * ইন্টারকানেকটেড গ্রিড সংখ্যা কতটি?

উত্তরঃ ১টি।

- * সাবস্টেশন থেকে অন্য সাবস্টেশনে যোগাযোগের মাধ্যম হলো- SCADA with PLC.

- * SCADA- Supervisory Control & Data Acquisition.

- * SREDA- Sustainable & Renewable Energy Development Authority.

- * গ্রিড রিং রয়েছে ২টি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

- * একটি ৪০০ কেভি লাইনে ডিস্ক ইনসুলেটর লাগে কতটি?

উত্তরঃ ২১টি।

- * দেশের ১ম সম্বলন লাইন হলো- ঢাকা- চট্টগ্রাম (১৩২কেভি)।

- * ২০২৫ সালে বাংলাদেশে যে পাওয়ার হাব গুলো হবে তার নাম কি কি?

উত্তরঃ পায়রা, মাতারবাড়ি, আশুগঞ্জ।

- * দেশের ১ম উপকেন্দ্র কোনটি?

উত্তরঃ টঙ্গী উপকেন্দ্র।

- * বর্তমানে দেশে ২টি গ্রিড সুইচিং স্টেশন রয়েছে। (১) মেঘনা ঘাট, (২) সিরাজগঞ্জ।

- * বাংলাদেশ প্রথম GIS সাবস্টেশন হলো- গুলশান গ্রীড সাবস্টেশন।

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি. (ডিপিডিসি)

- * DPDC ১লা জুলাই ২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

- * বোর্ড পরিচালক-

- * নির্বাহী কর্মকর্তা ৫জন। ৫ বিভাগের জন্য।
- * DPDC একটি বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান।
- * বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান মোট ৬টি।
- * **Frequency** কত উঠানামা করলে স্বাভাবিক ধরা হয়?

উত্তরঃ ২.৫%

- * বাংলাদেশে সরকারী বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ১টি।

- * বাংলাদেশে স্বায়ত্বশাসিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ৫টি।

- * বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কতটি?

উত্তরঃ ৬টি।

- * বাংলাদেশে সর্বোচ্চ গ্রাহক ভোল্টেজ ২৩০ কেভি (BSRM)।

- * নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কি:ও: ও অনুমোদিত লোড পর্যন্ত নিম্নচাপ (LT) গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হবে।

- * খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার কোন প্রতিষ্ঠান নির্ণয় করে?

উত্তরঃ বিপিডিবি

- * বাংলাদেশের বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ডিমান্ড চার্জ কত?

উত্তরঃ প্রতি মাসে ১০০ টাকা

- * ডিপিডিসি ই-অকশন সিস্টেম কর্তৃক বেসিস আইসুট জাতীয় পুরস্কার ২০১৮ অর্জন।

- * ইনোভেশন শোকেশিং প্রোগ্রাম ২০১৮ তে ১ম স্থান অর্জন।

- * ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ সালে শ্রেষ্ঠ স্টল পুরস্কার।

- * বিদ্যুৎ মেলা ২০১৬ সালে শ্রেষ্ঠ স্টল।

- * আইসিএমএবি (ICMAB) শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০১২।

- * খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০ নির্ধারণ করে BERC

- * বর্তমানে ডিপিডিসি সিস্টেম লস-



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)

- * প্রতিষ্ঠা লাভঃ ১লা মে, ১৯৭২ইং

- * Bangladesh Power Development Board একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান।

- * দাপ্তরিক ভাষা হলো বাংলা।

- * প্রধান প্রতিষ্ঠান: বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়।

- * BPDB এর পূর্বসূরি ছিল পাকিস্তানের ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলোপমেন্ট অথোরিটি (ওয়াপদা)

- * ভিশনঃ সকলের নিকট নিরবিচ্ছিন্ন মানসম্মত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

- * কত সালে কার বাসভবনে প্রথম সরবরাহ জেনারেটর স্থাপন করা হয়?

উত্তরঃ ১৯০১ সালে ঢাকায় নবাব আহসানউল্লাহর বাসভবনে প্রথম সরবরাহ জেনারেটর স্থাপন করা হয়।

- * ১৯০১ সালের ৭ই ডিসেম্বর মি. বোল্টন নামে জনৈক ব্রিটিশ নাগরিক আহসান মঞ্জিলে সুইচ টিপে ১ম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা করে।

- * বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় ১ম বানিজ্যিক বিতরণ শুরু হয় ১৯১৯ সালে (ডেভকো) নামক ব্রিটিশ কোম্পানীর মাধ্যমে। ঢাকায় সীমিত আকারে তা বিতরণ হয়।

- * বিউবো বর্তমানে একক ক্রেতা হিসাবে বিদ্যুতের ক্রয় ও বিক্রয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন, এবং REB, DPDC, DESCO, WZPDCL, NESCO এর এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য অংশে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- * **BPDB** এর গ্রাহক সংখ্যা কত?

উত্তরঃ ৩৫ লক্ষ (প্রায়)

- * Distribution Zone of BPDB-

- (i) Chittagong (ii) Comilla (iii) Sylhet (iv) Mymensingh
(v) Rajshahi (vi) Rangpur

* বর্তমানে দেশে মোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র কতটি?

উত্তরঃ ১৫৮ টি।

* কোন কোন দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিবর্তননা চলছে?

উত্তরঃ নেপাল ও ভূটান।

* কোন জোনে সবচেয়ে বেশি এবং কোন জোনে সবচেয়ে কম পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে?

উত্তরঃ ঢাকা ৩৯ টি এবং রংপুর-ময়মনসিংহ তে ৭টি করে।

* যমুনা সেতুর উপর দিয়ে যে লাইন গেছে তার ভোল্টেজ কত?

উত্তরঃ ২৩০ কেভি।

* কয়লা আমদানি করা হয় যে সকল দেশ থেকে-

উত্তরঃ ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

* আপকামিং সর্ববৃহৎ সুইচিং সাব স্টেশন কোথায় হবে?

উত্তরঃ গোপালগঞ্জ।

* সাব স্টেশন থেকে সাব স্টেশনে যোগাযোগের জন্য Optical Ground Wire ব্যবহার করা হয়।

* ওয়েভ ট্রাপ ব্যবহার করা হয় কোথায়?

উত্তরঃ PLCC.

* সাবস্টেশনে 110 volt DC Battery ব্যবহার করা হয়।

* ট্রান্সফর্মার তেলের বাণিজ্যিক নাম হলো- পাইরানল।

* বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সাবস্টেশন কোনটি?

উত্তরঃ আশুগঞ্জ সাবস্টেশন।

* বাংলাদেশে ৩য় গ্রীড রিং হবে কোথায়?

উত্তরঃ সিলেটে।

* ২০২৫ সালে দেশের সবচেয়ে বড় সুইচিং স্টেশন কোথায় হবে?

উত্তরঃ গোপালগঞ্জ

* ২০২৪ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হবে কয়লা ও পুটোনিয়াম। সিদ্ধান্ত বদলে যাবে। (কয়লা-জ্বালানী কমে যাবে)।

* বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদান কত%?

উত্তরঃ ৫১%।



বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর প্রজ্ঞাপন ১ (পিজিসিবির হুইলিং চার্জ)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ যথা-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড-কে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) নিম্নলিখিতভাবে পুনর্নির্ধারিত করেছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ), ২০২৩ আগস্ট

ভোল্টেজ লেভেল	বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.) ২০২০	বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার ২০২৩ (টাকা/কি.ও.ঘ.) ১ লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে কার্যকর হয়।
১	২৩০ কেভি	০.২৮৫৭
২	১৩২ কেভি	০.২৮৮৬
৩	৩৩ কেভি	০.২৯৪৪

পুনর্নির্ধারিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) বিল মাস মার্চ ২০২০ থেকে কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর প্রজ্ঞাপন ২

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার নিম্নলিখিতভাবে পুনর্নির্ধারণ করেছে।
খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০

ক. নিম্নচাপ (এলটি) : ২৩০/৪০০ ভোল্ট

বিদ্যুৎ সরবরাহ : নিম্নচাপ এসি সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট এবং তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০-৮০ কি.ও.

গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)		ডিমান্ড নেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.°/মাস)
	২০২০	২০২৩	
এলটি-এ: আবাসিক			
০১	লাইফ লাইন : ০-৫০ ইউনিট	৩.৭৫	৪.৩৫
	প্রথম ধাপ : ০-৭৫ ইউনিট	৪.১৯	৪.৮৫
	দ্বিতীয় ধাপ : ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৭২	৬.৬৩
	তৃতীয় ধাপ : ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.০০	৬.৯৫
	চতুর্থ ধাপ : ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.৩৪	৭.৩৪
	পঞ্চম ধাপ : ৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৯৪	১১.৫১
	ষষ্ঠ ধাপ : ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১১.৪৬	১৩.২৬
০২	এলটি-বি: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.১৬	৩০.০০
এলটি-সি ১: ক্ষুদ্র শিল্প	ফ্ল্যাট	৮.৫৬	
	অফ-পীক	৭.৬৮	
	পীক	১০.২৪	
			৩০.০০
০৪	এলটি-সি ২: নির্মাণ	১২.০০	১০০.০০
০৫	এলটি-ডি ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.০২	৩৫.০০
০৬	এলটি-ডি ২: রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৭.৭০	৬০.০০
এলটি-ডি ৩: ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন	ফ্ল্যাট	৭.৬৪	
	অফ-পীক ^৪	৬.৮৮	
	সুপার অফ-পীক ^৫	৬.১১	
	পীক ^৬	৯.৫৫	
			৬.০০
এলটি-ই: ব্যাণিজ্যিক ও অফিস	ফ্ল্যাট	১০.৩০	
	অফ-পীক	৯.২৭	
	পীক	১২.৩৬	
			৬.০০
০৯	এলটি-টি: অস্থায়ী	১৬.০০	১০০.০০

খ. মধ্যচাপ (এমটি) : ১১ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : মধ্যচাপ এসি ১১ কেভি

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : ৫০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনুর্ধ্ব ০৫ মে.ও.

গ্রাহকশ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড নেট/চার্জ (টাকা/কি.ও. ^২ /মাস)
০১	এমটি-১: আবাসিক		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪০	
	অফ-পীক	৭.৫৬	
	পীক	১০.৫০	
০২	এমটি-২: বানিজ্যিক ও অফিস		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৯.১২	
	অফ-পীক	৮.২১	
	পীক	১১.৪০	
০৩	এমটি-৩: শিল্প		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৫৫	
	অফ-পীক	৭.৭০	
	পীক	১০.৬৯	
০৪	এমটি-৪: নির্মাণ		১০০.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৪৬	
	অফ-পীক	১০.৩১	
	পীক	১৪.৩৩	
০৫	এমটি-৫: সাধারণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪৫	
	অফ-পীক	৭.৫৬	
	পীক	১০.৫০	
এমটি-৬: অস্থায়ী		১৫.০০	১০০.০০
এমটি-৭: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	ফ্ল্যাট	৭.৫৬	৬০.০০
	অফ-পীক ^০	৬.৮০	
	সুপার অফ-পীক ^০	৬.০৫	
	পীক ^০	৯.৪৫	
	এমটি-৮: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প		
ফ্ল্যাট	৫.০০		
অফ-পীক	৪.৫০		
পীক	৬.২৫		

গ. উচ্চচাপ (এইচটি) ৩৩ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : উচ্চচাপ এসি ৩৩ কেভি

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : ০৫ মে.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনুর্ধ্ব ৩০ মে.ও.

(২০ মে.ও. এর উর্ধ্ব অবশ্যই ডাবল সার্কিট)

গ্রাহকশ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড নেট/চার্জ (টাকা/কি.ও. ^২ /মাস)
০১	এইচটি-১: সাধারণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪১	
	অফ-পীক	৭.৫৭	
	পীক	১০.৫১	

০২	এইচটি-২: বাণিজ্যিক ও অফিস		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৯.০২	
	অফ-পীক	৮.১২	
	পীক	১১.২৮	
০৩	এইচটি-৩: শিল্প		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪৫	
	অফ-পীক	৭.৬১	
	পীক	১০.৫৬	
০৪	এইচটি-৪: নির্মান		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৬০	
	অফ-পীক	৯.৫৪	
	পীক	১৩.২৫	

ঘ. অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি): ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : অতি উচ্চচাপ এসি ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : ইএইচটি-১ : ২০ মে.ও. থেকে অনূর্ধ্ব ১৪০ মে.ও. (কারিগরি বিবেচনায় সিঙ্গেল অথবা ডাবল সার্কিট)
ইএইচটি-২ : ১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্ব

গ্রাহকশ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ম.)	ডিমান্ড নেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ম./মাস)
০১	ইএইচটি-১: সাধারণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৩৬	
	অফ-পীক	৭.৫২	
	পীক	১১.৪৫	
ইএইচটি-২: সাধারণ			
০২	ফ্ল্যাট	৮.৩১	৬০.০০
	অফ-পীক	৭.৪৮	
	পীক	১০.৩৯	

১. নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০কি.ও. অনুমোদিত লোড পর্যন্ত নিম্নচাপ (এলটি) গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে ৫০ কি.ও. থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের নতুন গ্রাহক নিম্নচাপ (এলটি) অথবা মধ্যমচাপ (এমটি) গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তবে কি.ও. থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান গ্রাহকশ্রেণি (অনুমোদিত লোড ৫০ কি.ও. পর্যন্ত এলটি এবং অনুমোদিত লোড ৫০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত এমটি) অপরিবর্তিত/অব্যাহত থাকবে।

২. ডিমান্ড চার্জ নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে ডিমান্ড (কি.ও.) বিবেচনায় নিতে হবে:

(ক) সকল এলটি এবং এমটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড (কি.ও.) প্রযোজ্য হবে; এবং

(খ) সকল এইচটি এবং ইএইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা (কি.ও) অথবা অনুমোদিত লোডের (কি.ও.) ৮০% এর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ তা প্রযোজ্য হবে।

৩. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর যে সকল পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতি (পবিস) এর লাইফ-লাইন (০-৫০ ইউনিট) গ্রাহকের এনার্জি রেট/চার্জ ৩.৭৫ টাকা/কি.ও.ম এর উর্ধ্ব সে সকল পবিস এর বিদ্যমান এনার্জি রেট/চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে। লাইফ-লাইন (০-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক গ্রাহকশ্রেণীর অন্য কোনো গ্রাহক পাবেন না।

৪. প্রযোজ্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাত ১১.০০ টা হতে পরদিন বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত সময় অফ-পীক হিসেবে গন্য হবে। তবে শুধুমাত্র এলটি-ডি ৩ এবং এমটি-৭ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে রাত ১১.০০ টা হতে পরদিন সকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত সময় অফ-পীক হিসেবে গন্য হবে।

৫. এমটি-ডি ৩ এবং এমটি-৭ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সকাল ৫.০০-৯.০০ টা পর্যন্ত সময় সুপার অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে।

৬. প্রযোজ্য সকল গ্রাহক শ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিকাল ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত সময় পীক হিসেবে গন্য হবে।

৭. বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড, ডাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর আওতাধীন এমটি-৫ গ্রাহকশ্রেণির মধ্যে যাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রধানত (প্রায় ৮০%) আবাসিক ধরনের যেমন- ডরমেটরিসহ সেনানিবাস বা বিশ্ববিদ্যালয়; সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ২০% এমটি-৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ (৮.৪৫ টাকা/কি.ও.ঘ.), ৭২% এলটি-এ এর প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপের গড় এনার্জি রেট/চার্জ (৫.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ.) এবং ৮% এলটি-এ এর ষষ্ঠ ধাপের এনার্জি রেট/চার্জ (১১.৪৬ টাকা/কি.ও.ঘ.) অনুসারে বিল করতে হবে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পূর্বের নিয়মের ধারাবাহিকতায় এমটি-৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ অনুসারে বিল করতে হবে।

তথ্যগুলো www.berc.org.bd ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সকল প্রতিষ্ঠানের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সম্পর্কে আপডেট জানতে নিচের কোডটি স্ক্যান করুন।

ট্যারিফ প্রজ্ঞাপন



বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সকল প্রতিষ্ঠানের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সম্পর্কে আপডেট জানতে নিচের কোডটি স্ক্যান করুন।

ট্যারিফ আদেশ



জ্বালানী ভিত্তিক প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ

ক্রমিক নং	জ্বালানী	প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ (টাকা)	পরিবর্তনশীল তথ্য
০১	জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	১.৮২	
০২	বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৩.২৯	
০৩	সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১১.২৪	
০৪	গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩.২৭	
০৫	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬.৯৮	
০৬	রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল	৮.৪০	
০৭	আমদানীকৃত বিদ্যুৎ	৫.৪৬	
০৮	পারমাণবিক বিদ্যুৎ	এখনো চালু হয় নি	

পাওয়ার সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ড মেম্বারের নাম ও পদবী সমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	পদবী	নাম	পরিবর্তনশীল নাম বসিয়ে নিবেন
১	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR)	Minister-in Charge (প্রধান)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা	
২	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.(বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়) (MPEMR)	চাইল্ড এজেসি	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	
৩	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	নসরুল হামিদ	
৪	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR)	মাননীয় উপদেষ্টা	Taqfiq-e-Elahi Chowdhury	
৫	Power Division (বিদ্যুৎ বিভাগ) মন্ত্রণালয়ঃ (বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়- mpemr)	মাননীয় সচিব	Md. Habibur Rahman	
৬	Power cell মন্ত্রণালয়ঃ (বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়- mpemr)	মাননীয় মহাপরিচালক	প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন	
৭	Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB)	মাননীয় চেয়ারম্যান	মো: হাবিবুর রহমান	
৮	Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB)	মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মো: ইয়াকুব ইলাহী চৌধুরী	
৯	Bangladesh Power Development Board (BPDB)	মাননীয় চেয়ারম্যান	মো: মাহবুবুর রহমান	
১০	Bangladesh Rural Electrification Board	মাননীয় চেয়ারম্যান	মো: সেলিম উদ্দীন	
১১	Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO)	মাননীয় চেয়ারম্যান	মোছা: মাকছূদা খাতুন	
১২	Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO)	মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকৌশলী জনাব মো: কাওসার আমীর আলী	
১৩	Dhaka Power Distribution Company Ltd. (DPDC)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR)	
১৪	Dhaka Power Distribution Company Ltd. (DPDC)	সভাপতি	মো: হাবিবুর রহমান (সচিব বিদ্যুৎ বিভাগ)	
১৫	ওজোপাডিকো	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকৌশলী মোঃ আজহারুল ইসলাম	
১৬	ওজোপাডিকো	চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ	সেলিম আবেদ , অতিরিক্ত সচিব	

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	পদবী	নাম	পরিবর্তনশীল নাম বসিয়ে নিবেন
			(অবঃ), সমন্বয়, বিদ্যুৎ বিভাগ	
১৭	নেসকো লিঃ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জাকিউল ইসলাম	
১৮	নেসকো লিঃ	চেয়ারম্যান	মুঃ মোহসিন চৌধুরী	
১৯	বিউবো	চেয়ারম্যান	মোঃ মাহবুবুর রহমান	
২০	ইজিসিবি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)	
২১	Dhaka Power Distribution Company Ltd. (DPDC)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	বিকাশ দেওয়ান	
২২	Bangladesh Rural Electrification Board	চেয়ারম্যান	মোহাং সেলিম উদ্দিন	

অধ্যায়- ৩.২৬

বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের নাম, বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা, প্রতিষ্ঠা লাভ ও সর্বোচ্চ চাহিদা



ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	পরিবর্তনশীল গ্রাহক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠা লাভ	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সিস্টেম লস	
০১	Bangladesh Power Development Board (BPDB)	৩৬,৭০,৮১৬ প্রায় ৩৫ লক্ষ (২০২২)		১ মে ১৯৭২ সাল	১৬০০ মেগাওয়াট	৮.১০%
০২	Northern Electricity Supply Company Limited (NESCO)	১৮,১৩,৩৩৭ (২০ আগস্ট ২০২৩)		১ অক্টোবর ২০১৬ সাল	৮৫৬ মেগাওয়াট	৯.৯২%
০৩	Dhaka Power Distribution Company Limited (DPDC)	১৬৬১৪২৭ (২০ আগস্ট ২০২৩)		১ জুলাই ২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু	১৮০৬ মেগাওয়াট	৬.০৬%
০৪	West Zone Power Distribution Company Limited (WZPDCL)	১৫,০৯,৩৫৪ জন (২০ আগস্ট ২০২৩)		৪ নভেম্বর ২০০২ সাল	অফ পিক ৭৪৮ পিক ৭৩২ মেগাওয়াট	৭.০৩%
০৫	Dhaka Electric Power Supply Company Limited (DESCO)	১২,৪০,১৪০ জন প্রায় ১১ লক্ষ ২০ আগস্ট ২০২৩		৩ নভেম্বর ১৯৯৬ সাল	১৪৭৫ মেগাওয়াট	৫.৭২%
০৬	Bangladesh Rural Electrification Board (BREB)	৩৪৮২৭৬৯০ জন ২০ আগস্ট ২০২৩		২৯ অক্টোবর ১৯৭৭ সাল	৯৮০১ মেগাওয়াট	৮.৫৬%

Bangladesh Rural Electrification Board

BREB


SAE & AE- Exam-BREB

ক্রমিক নং	Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) Exam-BREB	উত্তর
০১	For an Overhead Distribution System, the pole to earth resistance should not access. a) 0.10 ohm b) 1 ohm c) 10 ohm d) 100 ohm	b
০২	Which of the following generation station has the minimum running cost ? a) Nuclear power station b) Thermal power station c) Diesel power station d) Hydroelectric power station	d
০৩	What is the Full name of ACSR? a) Alloy Carbon stell reinforcement b) Alloy Conductor stell reinforcement c) Alloy Conductor supper d) Aluminium Conductor steel reinforced Cable	d
০৪	A transformer transforms - a) Voltage b) Current c) Voltage & Current d) Power	c
০৫	1 GW equal - a) 10^3 W b) 10^6 W c) 10^9 W d) 10^{12} W	c
০৬	HRSB is used in power plant of- a) Single cycle b) Combined cycle c) Both d) None	b
০৭	In a power plant high rate indicates - a) High efficiency b) High calorific valve c) Low efficiency d) None	c
০৮	Which power plant of 50MW Capacity will have more poles for 50HZ a) Wind b) Nuclear c) Thermal d) Hydro	b
০৯	What is the present per capita electricity generation (Kwh) in Bangladesh a) 560 b) 500 c) 602 d) 1000 এ সকল তথ্য পরিবর্তনশীল। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি আপডেট আগস্ট ২০২৩	c
১০	Bangladesh power Grid stability by PGCB is controlled by a) Voltage b) Current c) Voltage & Current d) None Note: Control by Voltage and Frequency.	a
১১	Total Connected Consumers is for BREB is approximates a) 2.70 crore b) 2.50 crore c) 3.06 crore d) None উপরের চার্ট দেখুন	d
১২	It the length of the transmission line in 300 to 400km, the suitable transmission network a) 11 KV b) 33 KV c) 66 KV d) 400 KV	d
১৩	Which distribution voltage is not used in BREB distribution network a) 230 V b) 11 KV c) 33 KV d) 66 KV	d
১৪	অধিক দূরত্বে বিদ্যুৎ প্রেরণের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ বাড়ানো হয়। এতে কি লাভ হয় ? a) বিদ্যুতের লস কম হয় b) দ্রুত বিদ্যুৎ পৌঁছায়	a


	c) তারের বাধা কম হয় d) কোনটিই সঠিক নয়।	
১৫	One KWH is equal a) $360 \times 10^3 J$ b) $10^3 J$ c) $3.6 \times 10^6 J$ ($36 \times 10^5 J$) d) $10^6 J$	c
১৬	কোনটিকে Fossil Fuel বলা হয় ? (জীবাশ্ম জ্বালানি) a) কয়লা b) খনিজ তেল c) প্রাকৃতিক গ্যাস d) সবগুলি সঠিক ব্যাখ্যা : জীবাশ্ম জ্বালানি হল এক প্রকার জ্বালানি যা বায়ুর অনুপস্থিতিতে অব্যত পচন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। যা তৈরি হতে মিলিয়ন বছর লাগে।	d
১৭	Steam turbines may be classified according to a) Direction of steam flow b) Number of stages c) Mode of steam action d) All of these	d
১৮	Which of the following poorest Conductor of electricity - a) Aluminium b) Copper c) Carbon d) Iron	c
১৯	A dc generation generate. a) Dc voltage b) Ac voltage	b
২০	The line voltage on the L.T side of a distribution - a) 400 V b) 230 V c) 11 KV d) 33 KV	b
২১	The transmission lines generally use- a) Copper b) All Aluminium c) ACSR Conductor d) None	c
২২	The highest transmission voltage used in Bangladesh is- a) 132 KV b) 230 KV c) 400 KV d) 765 KV	c
২৩	মেট্রোরলে ব্যবহৃত জ্বালানি নাম কি? উত্তর: বিদ্যুৎ (ডিসি ১৫০০ ভোল্ট)	
২৪	মেট্রোরলে কতটি সাবস্টেশন ব্যবহৃত হবে? উত্তর: ৫ টি প্রতি ঘন্টায় বিদ্যুৎ প্রয়োজন ১৩.৪৭ মেগাওয়াট। উপকেন্দ্র হবে উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও, বাংলা একাডেমী।	
২৫	বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে পল্লি বিদ্যুতায়নের কথা বলা হয়েছে? উত্তর: ১৬ নং অনুচ্ছেদে	



BREB PGCB BPDB পাওয়ার সেক্টর MCQ




ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিষয় বস্তু	
১.	অধ্যায়-১	BPDB সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	
২.	অধ্যায়-২	PGCB সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	
৩.	অধ্যায়-৩	DPDC সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	
৪.	অধ্যায়-৪	DESCO সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	
৫.	অধ্যায়-৫	NESCO সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	
৬.	অধ্যায়-৬	APSCL সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	
৭.	অধ্যায়-৭	BREB সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	

ক্রঃ নং-১	BPDB সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	উত্তর
০১	BPDB কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ক) ১৯৫৯ খ) ১৯৭২ গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৭৩	খ
০২	বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয় করে কোন প্রতিষ্ঠান ? ক) PGCB খ) BPDB গ) BREB ঘ) NWPGL	খ
০৩	কত সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ জেনারেটর স্থাপন করা হয় ? ক) ১৯০২ খ) ১৯০১ গ) ১৯১২ ঘ) ১৯১৯	খ
০৪	বাংলাদেশে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ Imported করে ? ক) ১১৬০+১৪৯৬ মেগাওয়াট খ) ৫৬০ মেগাওয়াট গ) ১০০০ মেগাওয়াট ঘ) ৫০০ মেগাওয়াট	ক
০৫	বর্তমানে বিদ্যুতের একক ক্রেতা ক) PGCB খ) BPDB গ) BREB ঘ) DPDC	খ
০৬	Presently BPDB'S distribution network is comprising of Ans : 33 kv, 11 kv and 11/0.4 kv lines	
০৭	BPDB এর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ক) ২৫ লক্ষ খ) ২৭ লক্ষ গ) ৩০ লক্ষ ঘ) প্রায় ৩৭ লক্ষ ব্যাখ্যা: উপরের চার্ট দেখুন	ঘ
০৮	BPDB এর ভিশন হল : উত্তর : সকলের নিকট নিরবিচ্ছিন্ন মানসম্মত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া।	
০৯	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা মেগাওয়াট ২৮১৩৪ (তথ্য পরিবর্তনশীল) আগস্ট ২০২৩।  তথ্য আপডেট পেতে উপরের কোডটি স্ক্যান করুন।	

ক্রঃ নং-২	PGCB সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	উত্তর
১	কোনটি গ্রিড সাবস্টেশন ? ক) ১৩২/৩৩ kv খ) ১১/১৩২ kv গ) ৩৩/১১ kv ঘ) ৬৬/১১ kv	ক
২	BPDB থেকে কে বিদ্যুৎ কিনে না ? ক) NESCO খ) PGCB গ) REB ঘ) DPDC	খ
৩	PGCB- ক) বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ) বিদ্যুৎ বিতরণ করে ঘ) সবকয়টি	ক
৪	Transmission line এ উচ্চ ভোল্টেজ এর সুবিধা- ক) অর্থ সাশ্রয়ার্থে খ) বিদ্যুৎ অপচয় কমানোর জন্য গ) Tower এর জায়গা কমানোর জন্য ঘ) Tower এর সংখ্যা কমানোর জন্য	খ
৫	পিজিসিবি সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ কত? ক) ৭৬৫ কে ভি খ) ৪০০ কে ভি গ) ২৩০ কে ভি ঘ) ১৩২ কে ভি	খ
৬	পিজিসিবির মোট Transmission line কত কি.মি সার্কিট ? (www.powerdivision.gov.bd) ক) ১২৬৪৭ Circuit Km খ) ১০০০০ Circuit Km গ) ১৫০০০ Circuit Km ঘ) ১৬০০০ Circuit Km	

	ব্যাখ্যা: তথ্য পরিবর্তনশীল (আপডেট জুন ২০২২)  তথ্য আপডেট পেতে উপরের কোডটি স্ক্যান করুন।	
৭	খিডে ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ক) ২০০০০ MW গ) ১৬০০০ KW খ) ১২ GW ঘ) ৩০ GW	ক

ক্রঃ নং- ৩	DPDC সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	উত্তর
১	DPDC এলাকায় peak demand প্রায়- ক) ১৮০৬ MW গ) ২০০০ MW ঘ) ১৪০০ MW (আপডেট ২০ আগস্ট ২০২৩) তথ্য আপডেট পেতে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন।	ক 
২	DPDC মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় (আপডেট জুন ২০২২) ক) ১১ লক্ষ গ) ১৫ লক্ষ খ) ১৬৬১৪২৭ (২০ আগস্ট ২০২৩) ঘ) ১০.৫ লক্ষ	খ
৩	ডিপিডিসি এলাকার বাহিরে কোনটি? ক) ধানমন্ডি গ) নারায়নগঞ্জ খ) ফতুল্লা ঘ) পূর্বাচল	ঘ
৪	Life line গ্রাহকের জন্য একক প্রতি বিদ্যুতের নতুন বোর্ড প্রস্তুত ক) ৩.৫০ টাকা গ) ৪.৩৫ টাকা খ) ৩.৫৭ টাকা ঘ) ৪.৩৫ টাকা ব্যাখ্যা: সূত্র: খুচরা নতুন বিদ্যুৎ মূল্যহার প্রকাশিত ১ মার্চ ২০২৩	ঘ
৫	নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে কত কিলোওয়াট অনুমোদিত লোড পর্যন্ত নিম্নচাপ (LT) গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হয়- ক) ১০০ KW গ) ৭০ KW খ) ৮০ KW ঘ) ৯০ KW	খ
৬	কোন এলাকাটি ডিপিডিসির ভেতরে- ক) তেজগাঁও খ) উত্তর গ) আব্দুল্লাপুর ঘ) পূর্বাচল	ক
৭	ডিপিডিসি সিস্টেম লস কত % ? ক) ৬.০৬ খ) ৬.৫৮ গ) ৭.১১ ঘ) ৫.৫৮ (আপডেট ২০ আগস্ট ২০২৩) ডিপিডিসির সিস্টেম লস ৬.০৬% তথ্য আপডেট পেতে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন।	ক 
৮	ডিপিডিসি ২০২০-২১ এ কত জ্বালানি (কিলোওয়াট ঘন্টা) আমদানি করে? ক) ১০১৯৯০৪৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা গ) ১০০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা খ) ৯৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা ঘ) ৮৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (আপডেট ২২ আগস্ট ২০২৩)	ক
৯	ডিপিডিসি ২০২০-২১ এ কত জ্বালানি সেলস করে? ক) ৯৫৮০.৯০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা গ) ৮৫০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা খ) ১০০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা ঘ) ৯০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (আপডেট ২২ আগস্ট ২০২৩)	ক

ক্রঃ নং - ৪	DESCO সম্পর্কে MCQ প্রশ্ন উত্তর	উত্তর
০১	DESCO has no- ক) Power Plant গ) Sub Station খ) Distribution Zone ঘ) Distribute power in Dhaka Zone	ক
০২	কোনটি DESCO এলাকাতে নয় ? ক) Nikunja গ) Purbachal খ) Kallyanpur ঘ) Tejgaon	ঘ
০৩	লাইফ লাইন বিদ্যুতায়ন যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ক) 1-50 Unit এর গ্রাহক গ) 50 Unit এর উপরের গ্রাহক খ) 1-75 Unit এর গ্রাহক ঘ) যে কোন বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য	ক
০৪	2022 সালে DESCO এলাকাতে Pick demand - ক) 1700 MW গ) 1500 MW খ) 500 MW ঘ) 1076 MW	ঘ
০৫	DESCO যার থেকে বিদ্যুৎ কিনে ? ক) BPDB গ) REB খ) PGCB ঘ) Ghorasal Power Plant	ক
০৬	DESCO প্রথম অবস্থায় কোন এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে ? ক) উত্তরা গ) কমলাপুর খ) তেজগাঁও ঘ) মিরপুর	ঘ
০৭	DESCO এর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় - ক) ৯ লক্ষ খ) ১২৪০১৪০ গ) ১১ লক্ষ ঘ) ৮ লক্ষ (আপডেট ২০ আগস্ট ২০২৩) DESCO এর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১২৪০১৪০ জন তথ্য আপডেট পেতে উপরের কোডটি স্ক্যান করুন।	খ 
০৮	কোন প্রতিষ্ঠান হতে DESCO ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় ? ক) BERC গ) BREB খ) BPDB ঘ) PGCB	ক
০৯	কোন বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ পদ্ধতি চালু করে ? ক) DESCO গ) BPDB খ) DPDC ঘ) NESCO	ক
১০	DESCO এর বর্তমান প্রি-পেমেন্ট/ স্মার্ট মিটার সংখ্যা প্রায়- ক) ৪ লক্ষ খ) ৫ লক্ষ গ) ৫.৫ লক্ষ ঘ) ৬৭১৭৮১ টি (আপডেট জুন ২০২২) DESCO এর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬৭১৭৮১ জন তথ্য আপডেট পেতে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন।	ঘ 
১১	ডেসকোর সিস্টেম লস কত % ? ক) ৬.৬৯ খ) ৬.৫৮ গ) ৭.১১ ঘ) ৫.৭২ (আপডেট ২০ আগস্ট ২০২৩) DESCO এর ডেসকোর সিস্টেম লস ৫.৭২% তথ্য আপডেট পেতে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন।	ঘ 
ক্রঃ নং - ৫	NESCO সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর	উত্তর
০১	NESCO কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ? ক) ২০১৬ সালে খ) ১৯৯৬ সালে গ) ২০০৮ সালে ঘ) ২০১৪ সালে	ক
০২	NESCO একটি - ক) বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান গ) সম্বলন করে খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ঘ) কোনটি নয়	ক
০৩	NESCO এর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা - ক) প্রায় ১৪ লক্ষ খ) ১৮১৩৩৩৭	খ

	ক) ৪৬২ টি খ) ৪৯২ টি গ) ৪৫১ টি ঘ) ৩৯২ টি		
	ব্যাখ্যাঃ (আপডেট ডিসেম্বর ২০২২) তথ্য আপডেট পেতে উপরের কোডটি স্ক্যান করুন।		
০৮	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অন্তর্ভুক্ত জেলা কতটি ? ক) ৬১ টি খ) ৫৪ টি গ) ৫৮ টি ঘ) ৬১ টি		ঘ
০৯	BREB এর সিস্টেম লস কত % ? ক) ৮.৫৬% খ) ৬.৫৮% গ) ৭.১১% ঘ) ১০.৫৮%		ক
	((আপডেট ২০ আগস্ট ২০২৩) BREB এর সিস্টেম লস ৮.৫৬ তথ্য আপডেট পেতে উপরের কোডটি স্ক্যান করুন। অথবা এই ডকুমেন্টস এর পাওয়ার সেক্টর		

Bangladesh Rural Electrification Board

ক্রমিক নং	Bangladesh Rural Electrification Board	
১.	পদ্মা সেতুর পাওয়ার সেক্টর বিষয়সমূহ ও সাম্প্রতিক পাওয়ার সেক্টর	
২.	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-1	
৩.	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-2	
৪.	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-3	
৫.	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-4	

ক্রমিক নং-১	পদ্মা সেতুর পাওয়ার সেক্টর বিষয়সমূহ ও সাম্প্রতিক পাওয়ার সেক্টর	উত্তর
১।	স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কি? (ক) BPDB (গ) DPDC (খ) WZPDCL (ঘ) BREB	ঘ
২।	স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয় কবে? (১৪ টি ল্যাম্পপোস্টে) (ক) ১৪ জুন (খ) ৩ জুন (গ) ৪ জুন (ঘ) ৫ জুন	ঘ
৩।	স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্টের সবগুলোতে ১৪ জুন ২০২২ এ সবগুলো বাতি আলোকিত করা হয়।	
৪।	কোন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দেওয়া বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্টের সবগুলোতে ১৪ জুন ২০২২ এ পরীক্ষামূলকভাবে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়? উত্তর: মুন্সিগঞ্জ (মাওয়া) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও শরীয়তপুর (জাজিরা) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর মাধ্যমে।	
৫।	মুন্সিগঞ্জ (মাওয়া) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৮০ কিলোওয়াট ও শরীয়তপুর (জাজিরা) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৮০ কিলোওয়াট বিদ্যুতে সেতুর ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্টে বাতি জ্বালানো হয়।	
৬।	স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো কত ওয়াটের? (ক) 150 W (খ) 160 W (গ) 100 W (ঘ) 175 W ব্যাখ্যা: স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো ১৭৫ ওয়াটের এলইডি বাল্ব।	ঘ
৭।	স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে ৪১৫টি ল্যাম্পপোস্টের সবগুলোতে ১৪ জুন ২০২২ এ সবগুলো বাতি আলোকিত করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে কে উদ্ভাবন করেন? উত্তর: প্রকল্প পরিচালক শরিফুল ইসলাম	
৮।	দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে (রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র) আমিনবাজার-মাওয়া-মোংলা ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন বা সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে পদ্মা নদীর বুকে সাতটি ১২৬ মিটারের টাওয়ার (৮৩০ মিটার ব্যবধানে) নির্মাণ করা হচ্ছে।	

৯।	শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষণা হয় কবে? উত্তরঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৩২০ মেগাওয়াট) উদ্বোধনের পর ২১ শে মার্চ ২০২২ শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষণা করে।	
১০।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফুয়েল কত সময় পরপর পরিবর্তন করতে হবে? উত্তরঃ ১৮ মাস পরপর।	
১১।	ষপ্তের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয়? (ক) ১৪ জুন (খ) ২৫ জুন (গ) ২১ জুন (ঘ) ২৬ জুন	খ
১২।	বেসরকারি ভিত্তিক দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে কোনটি? উত্তরঃ এস আলম পাওয়ার প্ল্যান্ট ১৩২০ মেগাওয়াট (আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট) লিখিত অংশে আরও তথ্য সংযুক্ত।	
১৩	* ঘোড়াশাল পাওয়ার হাব দেশের প্রথম পাওয়ার হাব সূত্র: বিদ্যুৎ জ্বালানী বিভাগ ১৯৭২-৭৫ এই সময়ে আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও সিদ্ধিরগঞ্জ তিনটি পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়।	
১৪	মেট্রোরেল এর পাওয়ার সেক্টর বিষয়গুলো মেট্রোরেল অংশে দেওয়া আছে।	

ক্রমিক নং- ২	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-1	উত্তর
১।	সিদ্ধিরগঞ্জে প্রথম কত মেগাওয়াট ক্ষমতার স্টিম টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় (ক) 50 MW (খ) 35 MW (গ) 10 MW (ঘ) 15 MW	গ
২।	কত সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা চালু হয় (ক) ১৯০৭ (খ) ১৯০১ (গ) ১৯১৯ (ঘ) ১৯৩০	ঘ
৩।	প্রথম পাওয়ার হাউজ কোথায় স্থাপন করা হয়? (ক) গুলশান (খ) রমনা (গ) ধানমন্ডি (ঘ) রামপুরা	গ
৪।	কোন সময়ে আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও সিদ্ধিরগঞ্জ তিনটি পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়? (ক) ১৯৭২-৭৫ (খ) ১৯৯৬-১৯৯৮ (গ) ১৯৯৮-২০০০ (ঘ) ২০০৯-২০২১ * ঘোড়াশাল পাওয়ার হাব দেশের প্রথম পাওয়ার হাব সূত্র: বিদ্যুৎ জ্বালানী বিভাগ	ক
৫।	বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণ প্রায়- (ক) ৪০ ভাগ (খ) ৬০ ভাগ (গ) ৩০ ভাগ (ঘ) ৪৪ ভাগ	ঘ
৬।	২০৩০ সালের মধ্যে কত শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ? (ক) ১০ শতাংশ (খ) ২০ শতাংশ (গ) ১৫ শতাংশ (ঘ) ২০ শতাংশ	খ
৭।	নিচের কোনটি পাওয়ার হাব হিসাবে চিহ্নিত? (ক) পায়রা (খ) মহেশখালী (গ) মাতারবাড়ী (ঘ) সবগুলো	ঘ
৮।	জানুয়ারি ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় ছিড়ে যুক্ত হয়েছে। সূত্র: power cell- (পরিবর্তনশীল তথ্য)	
৯।	২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে ৯০০০ বিদ্যুৎ আমদানি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্র: বিদ্যুৎ জ্বালানী বিভাগ	
১০।	বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পূরণ করার লক্ষ্য।	
১১।	দালানের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন জনপ্রিয় করার জন্য নেট মিটারিং সাইড প্রণয়ন করা হয়েছে।	
১২।	২০৩০ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৮ হাজার সার্কিট কি.মি এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কি.মি উন্নীত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।	

ক্রমিক নং- ৩	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-2	উত্তর
১।	বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে কেন ? (ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি (খ) পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাবে (গ) ক্রয়কৃত বিদ্যুতের দাম কম বলে (ঘ) সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য	গ
২।	নিম্নের কোন ফুয়েল বেস লোড পাওয়ার প্লান্টে ব্যবহার করা হয়? (ক) HFO (খ) ডিজেল (গ) কয়লা (ঘ) CNG	গ
৩।	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত? (ক) বান্দরবান (খ) কক্সবাজার (গ) বাগেরহাট (ঘ) পটুয়াখালী	খ
৪।	APSCCL এর বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা কত মেগাওয়াট? (ক) ১৮৭৬ (খ) ১৬৯০ (গ) ১৬৭২ (ঘ) ১৬৭০	খ
৫।	LNG টার্মিনাল কোথায় স্থাপিত হবে? (ক) কলাপাড়া (খ) রামপাল (গ) মহেশখালী (ঘ) ঈশ্বরদী	গ
৬।	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কবে গঠিত হয়? (ক) ১৯৭১ (খ) ১৯৭২ (গ) ১৯৭৩ (ঘ) ১৯৭৪ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা গঠিত হয় IAEA- 29 July 1957 সালে	গ
৭।	BPDB কবে গঠিত হয়? (ক) ১৯৭০ (খ) ১৯৭১ (গ) ১৯৭২ (ঘ) ১৯৭৩	গ
৮।	ডাকায় কত সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের কাজ শুরু হয়? (ক) ১৯০১ (খ) ১৯১১ (গ) ১৯১৯ (ঘ) ১৯২০	গ
৯।	বাংলাদেশের কত শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত? (ক) ৪% (খ) ৩% (গ) ১% (ঘ) ০%	ঘ
১০।	ডাকায় ১৯০১ সালের ডিসেম্বর কোন দেশের ব্যক্তিদের দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ সূচনা করা হয়? (ক) ভারত (খ) পাকিস্তান (গ) জর্নিক ব্রিটিশ (ঘ) বাংলাদেশ	গ

LET'S BUILD A FUTURE

ক্রমিক নং- ৪	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-3	উত্তর
১।	কোন সংস্থাটি বিদ্যুৎ ক্রয় করে থাকে? ক) EGCB (খ) NWPGL (গ) BPDB (ঘ) RPCL	গ
২।	কোন সংস্থাটি BPDB থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে না? ক) WZPDCL (খ) DPDC গ) PGCB (ঘ) DESCO	গ
৩।	বাংলাদেশের কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে? ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) খুলনা (ঘ) বরিশাল	ক
৪।	সাধারণত ড্রাইসেলে ইলেকট্রোড হিসাবে কি কি পাত ব্যবহৃত হয়? ক) কার্বন, দস্তা (খ) কার্বন, টিন গ) কার্বন, তামা (ঘ) পিতল, দস্তা	ক
৫।	বাংলাদেশে ইন্টার কানেক্টেড গ্রিডের সংখ্যা কতটি? ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি	ক
৬।	কোনটি গ্রিড সাবস্টেশন? ক) 33/66 kv (খ) 66/33 kv (গ) 132/0.4 kv (ঘ) 132/33 kv	ঘ
৭।	ডিপিডিসি এলাকায় সিঙ্গেল ফেজ ভোল্টেজ হচ্ছে? ক) 230 volt (খ) 240 volt গ) 250 volt (ঘ) 260 volt	ক

৮।	BERC কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? যা বিদ্যুৎ, গ্যাস, খনিজ পদার্থ অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদান করে। (পেট্রোলিয়াম) ক) ২০০০ সালে খ) ২০০১ সালে গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৩ সালে	ঘ
৯।	বিটুমিন উৎপাদন কোম্পানি কয়টি? ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩ টি ঘ) ৪টি	ক
১০।	সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়? ক) সিলেট খ) রাজশাহী গ) ময়মনসিংহ ঘ) খুলনা	ক

ক্রমিক নং- ৫	Bangladesh Rural Electrification Board পরীক্ষার জন্য MCQ PART-4	উত্তর
১।	০-৭৫ ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য কত? (তথ্য পরিবর্তনশীল) আপডেট দেখুন ক) ৪.১৯ টাকা খ) ৫.৭০ টাকা গ) ৩.৭৫ টাকা ঘ) ৩.৫০ টাকা	
২।	দেশের ২য় HVDC সাবস্টেশন কোথায় অবস্থিত? ক) ধানমন্ডি খ) ভেড়ামারা গ) দেবপুর ঘ) রামপুর	গ
৩।	বর্তমান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কয়টি? ক) ১টি খ) ৫টি গ) ৪ টি ঘ) ৬ টি	ঘ
৪।	পিজিসিবি যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কে? ক) ড. আহমদ কাউকাউস খ) নসরুল হামিদ গ) ড.তৌফিক-ইলাহী চৌধুরী ঘ) শেখ হাসিনা	ঘ
৫।	২০২১ সালে শেষ নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত? ক) ৩০০০০ MW খ) ২৬০০০ MW গ) ২৫০০০ MW ঘ) ২৪০০০ MW	ঘ
৬।	পিজিসিবির বর্তমান চেয়ারম্যান কে? ক) নসরুল হামিদ খ) আহমেদ কাউসার গ) গোলাম কিবরিয়া ঘ) ড. আহমদ কায়কাউস	ঘ
৭।	বর্তমান বাংলাদেশে কত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়? ক) ৬০০০ MW খ) ১২০০০ MW গ) ১৮০০০ MW ঘ) কোনোটাই না	ঘ
৮।	বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ কত? চলমান ৭৬৫ kv ক) ৭৬৫ kv খ) ৪০০ kv গ) ২৩০ kv ঘ) ১৩২ kv	খ
৯।	বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন মেশিন ব্যবহৃত হয়? ক) সিনক্রোনা জেনারেটর খ) শান্ত জেনারেটর গ) সিরিজ জেনারেটর ঘ) কম্পাউন্ড জেনারেটর	ক
১০।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহযোগী দেশ কোনটি ? ক) চীন খ) ভারত গ) রাশিয়া ঘ) যুক্তরাষ্ট্র	গ
১১।	জ্বালানী খরচ কম হয়? ক) কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র খ) হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট গ) সোলার পাওয়ার প্লান্ট ঘ) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট	খ
১২।	কোন জ্বালানী সচর চর বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করে না? ক) LNG খ) কয়লা গ) তেল ঘ) গ্যাস কোন জ্বালানী বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয় না? ক) চুল্লি তেল খ) পারমাণবিক শক্তি গ) গ্যাস ঘ) বাতাস	ক খ
১৩।	সরকারি বিদ্যুৎ খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। উত্তরঃ Bangladesh Power Management Institute (BPMI) ব্যাখ্যাঃ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক এটি ২০১৭ সালে গঠন হয়।	
১৪।	ঢাকায় প্রথমে ১ হাজার ৫০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার দুটি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো।	

১৫।	২০৫০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ উন্নীত করতে চাই নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। তথ্য সূত্র: নজরুল হামিদ প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
-----	--

পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু
০১.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-১
০২.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-২
০৩.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৩
০৪.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৪
০৫.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৫
০৬.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৬
০৭.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৭
০৮.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৮
০৯.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-৯
১০.	পাওয়ার সেক্টরের মডেল টেস্ট-১০

ক্র.নং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-১	উত্তর
০১	হাইব্রিড পাওয়ার প্লান্ট কি? ক. সোলার ও পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র খ. সোলার ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট গ. বায়ু ও পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘ. বায়ু ও সোলার প্লান্ট	ঘ
০২	দেশের প্রথম শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী কোন জেলা? ক. কুষ্টিয়া খ. যশোর গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট	খ
০৩	ডিপিডিসির সর্বোচ্চ কত কেজি সাবস্টেশন রয়েছে? ক. ৩৩/১১ কে.ভি খ. ৩৩/৪ কে.ভি গ. ২৩০/১১ কে.ভি ঘ. ১৩২/৩৩/১১ কে.ভি	ঘ
০৪	মধ্যপাচ্যে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের নাম কী? ক. ইরাক খ. ইরান গ. সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘ. কুয়েত	গ
০৫	বিশ্বের প্রথম ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. চীন গ. রাশিয়া ঘ. জাপান	গ
০৬	বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি কোন দেশের? ক. ভারত খ. বাংলাদেশ গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. অস্ট্রেলিয়া	খ
০৭	আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে উৎপাদিত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি? ক. বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র খ. পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘ. মাতারবাড়ির তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	খ
০৮	দেশের সর্বোচ্চ জেনারেটিং ভোল্টেজ কত? ক. ১১.৫ কে.ভি খ. ১৬.৭৫ কে.ভি গ. ২২.৫ কে.ভি ঘ. ১১ কে.ভি	গ
০৯	বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় কত তম? ক. ২৯ তম খ. ৩২ তম গ. ৩৬ তম ঘ. ২৬ তম	খ
১০	বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়? ক. পশ্চিমাঞ্চলে খ. দক্ষিণাঞ্চলে গ. উত্তরাঞ্চলে ঘ. পূর্বাঞ্চলে	ঘ

১১	শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ ঘোষণা করা হয় কবে? ক. ২১ শে মার্চ ২০২২ খ. ২২ মার্চ ২০২২ গ. ২৫ জুন ২০২২ ঘ. ২১ জুন ২০২২	ক
১২	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কবে কে উদ্বোধন করেন? উত্তরঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ শে মার্চ ২০২২	

ক্র.সং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-২	উত্তর
০১	দেশের প্রথম হাইব্রিড পাওয়ার প্লান্ট কোথায় অবস্থিত? ক. সোনাগাজী খ. মাতারবাড়ী গ. কলাপাড়া ঘ. মংলা	ক
০২	দেশের দ্বিতীয় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. কুতুবদিয়া খ. মংলা গ. সোনাগাজী ঘ. কলাপাড়া	ক
০৩	কাগুই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীতে অবস্থিত? ক. সাক্ষু নদী খ. মাতামুহুরি নদী গ. নাফ নদী ঘ. কর্ণফুলি	ঘ
০৪	কোন দেশ জিও স্টেশনারি অরবিটে সোলার প্লান্ট স্থাপন করেছে? ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. ভারত গ. রাশিয়া ঘ. চীন	ঘ
০৫	নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস কোনটি? ক. কয়লা খ. গ্যাস গ. HFO ঘ. সমুদ্রের ঢেউ	ঘ
০৬	১৪ মে ২০২০ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি যুক্ত হয়? ক. ৬৬০ মেগাওয়াট খ. ৫৬০ মেগাওয়াট গ. ১২০০ মেগাওয়াট ঘ. ১৩২০ মেগাওয়াট	ক
০৭	বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী কত-%? ক. ৯৭% খ. ৯৮% গ. ১০০% ঘ. ৯৩%	গ
০৮	IAEA এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য গ. ভিয়েনা ঘ. কসোভো	গ
০৯	কয়লা, খনিজ ও ধাতব গবেষণা ইন্সটিটিউট কোথায়? ক. দিনাজপুর খ. জয়পুরহাট গ. জয়দেবপুর ঘ. নওগাঁ।	খ
১০	কোন এলাকাটি ডিপিডিসি এলাকায় অবস্থিত? ক. তেজগাঁও খ. উত্তরা গ. নিকুঞ্জ ঘ. আব্দুল্লাপুর	ক
১১	বিশ্বে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কততম আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট? ক. ১১ তম খ. ১৩ তম গ. ১২ তম ঘ. ১৪ তম	খ
১২	প্রি-পেমেন্ট, স্মার্ট মিটার ব্যবহার করলে গ্রাহকগণ কত % রিবেট সুবিধা পাবে? ক. ১% খ. ৩% গ. ২% ঘ. ৪%	ক
**	বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কোন দেশে ? ক) চীন খ) রাশিয়া গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ভারত	ক

ক্র.সং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৩	উত্তর
০১	আনুমানিক ডিপিডিসি ও ডেসকোর পিক ডিমান্ড কত? ক. ১০০০ ও ৫০০ মেগাওয়াট খ. ১২০০ ও ৮০০ মেগাওয়াট গ. ১৬০০ ও ৮০০ মেগাওয়াট ঘ. ১৬৩৬.৮০ ও ১০৭৬ মেগাওয়াট আপডেট জুন ২০২২	ঘ
০২	বাংলাদেশে মাথাপিছু কত বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয়? (তথ্য পরিবর্তনশীল) ক. ৫৬০ kwh খ. ৫১০ kwh গ. ৪৯০ kwh ঘ. ৪৯৫ kwh আপডেট জুন ২০২২ (তথ্য পরিবর্তনশীল)	ক
০৩	সোলার থেকে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কোন দেশ? ক. USA খ. জার্মানি গ. চীন ঘ. ফ্রান্স	গ
০৪	কোন দেশ জিও স্টেশনারি অরবিটে সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করেছে? ক. রাশিয়া খ. যুক্তরাষ্ট্র গ. ভারত ঘ. চীন	ঘ
০৫	বাংলাদেশের ১ম হাইব্রিড পাওয়ার প্লান্ট কোথায়? ক. রামপাল, বাগেরহাট খ. কুতুবদিয়া, কক্সবাজার গ. সোনাগাজী, ফেনী ঘ. কলাপাড়া, পটুয়াখালী	গ
০৬	আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে উৎপাদিত দেশের সর্বোচ্চ কেন্দ্র কোনটি? ক. বড়পুকুরিয়া খ. পায়রা গ. রামপাল ঘ. মাতারবাড়ি ব্যাখ্যাঃ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৩২০ মেগাওয়াট	খ
০৭	মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি কত? ক. 1200MW খ. 1920 MW গ. 2400 MW ঘ. 1000 MW	ক
০৮	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে কোন দেশ? ক. জাপান খ. ভারত গ. যুক্তরাজ্য ঘ. চীন	ঘ
০৯	দেশের একমাত্র LNG টার্মিনাল কোথায় অবস্থিত ? ক. ভেড়ামারা খ. পতেঙ্গা গ. মংলা ঘ. মহেশখালী	ঘ
১০	সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত জনপদ নিচের কোনটা? ক. হাতিয়া খ. মনপুরা গ. সন্দীপ ঘ. মুছুরীর চর	গ
১১	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম রিয়্যাক্টর প্রেসার ভেসেল বা চুল্লী কে, কখন উদ্বোধন করেন? উত্তরঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ অক্টোবর ২০২১।	
১২	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হার্ট বলা হয়ে থাকে কাকে? উত্তরঃ রিয়্যাক্টর প্রেসার ভেসেল বা চুল্লীকে।	

ক্র.সং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৪	উত্তর
০১	কাগুই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. ১৯৭১ খ. ২০০৩ গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৯৫	গ
০২	দেশের একমাত্র বার্জমাউন্টেড পাওয়ার প্লান্ট কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ক. পায়রা, পটুয়াখালী খ. বুড়িগঙ্গা, ঢাকা গ. ভৈরব, খুলনা ঘ. বিষখালী, বরগুনা	গ

০৩	২০৪১ সালে কয়লা দিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুতের লক্ষমাত্রা কত? ক. ৩০% খ. ৪৫% গ. ৫০% ঘ. ৬০%	গ
০৪	দেশের একমাত্র ভাসমান সোলার পাওয়ার প্লান্ট কোথায় অবস্থিত? ক. কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি খ. মনপুরা, ভোলা গ. মংলা, বাগেরহাট ঘ. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	গ
০৫	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সোলার পাওয়ার প্লান্টের রেটিং কত? ক. ৫০ MW খ. ১৫ MW গ. ২৪ MW ঘ. ২০ MW	ক
০৬	দেশের প্রথম ৪০০KV লাইন কোনটি? (HVDC) ক. আশুগঞ্জ, ভুলতা খ. বিবিয়ানা, কালিয়াকৈর গ. ভেড়ামারা, ভারত ঘ. আমিনবাজার, মেঘনাঘাট	গ
০৭	PGCB বিদ্যুৎ ক্রয় করে কার কাছ থেকে? ক. APSCL খ. NWPGL গ. BPDP ঘ. কোনোটিই নয়	ঘ
০৮	DESCO কার কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে? ক. PGCB খ. BPDP গ. BREB ঘ. EGC	খ
০৯	বাংলাদেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে কেন? ক. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি বলে খ. পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব গ. ক্রয়কৃত বিদ্যুতের দাম কম বলে ঘ. সম্পর্ক উন্নয়ের জন্য	গ
১০	নিম্নের কোন ফুয়েল বেস লোড পাওয়ার প্লান্টে ইউজ করা হয়? ক. HFO খ. ডিজেল গ. কয়লা ঘ. CNG	গ
১১	১ম বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় কত সালে এবং কত মেগাওয়াট? ক. ৫০০ MW খ. ১০০ MW গ. ১৬০ MW ঘ. ৬০ MW ব্যাখ্যা: ভারত বহরামপুর- ভেড়ামারা (১ম পর্যায়-৫০০ মেগাওয়াট) ৫ অক্টোবর ২০১৩ সালে।	ক
১২	বহরামপুর ভেড়ামারা (২য় পর্যায়-৫০০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় কত সালে এবং কত মেগাওয়াট? ক. ৫০০ MW খ. ১০০ MW গ. ১৬০ MW ঘ. ৬০ MW ব্যাখ্যা: ভারত বহরামপুর- ভেড়ামারা (২য় পর্যায়-৫০০ মেগাওয়াট) ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে	ক


ক্র. নং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৫	উত্তর
০১	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত? ক) বান্দরবান খ) কক্সবাজার গ) বাগেরহাট ঘ) পটুয়াখালী	খ
০২	APSCL এর বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা কত মেগাওয়াট? ক) ১৮৭৬ খ) ১৬৯০ গ) ১৬৭২ ঘ) ১৬৭০	খ
০৩	LNG টার্মিনাল কোথায় স্থাপিত হবে? ক) কলাপাড়া খ) রামপাল গ) মহেশখালী ঘ) ঈশ্বরদী	গ
০৪	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কবে গঠিত হয়? ক) ১৯৭১ খ) ১৯৭২ গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭৪	গ

০৫	BPDB কবে গঠিত হয়? ক) ১৯৭০ গ) ১৯৭২	খ) ১৯৭১ ঘ) ১৯৭৩	গ
০৬	ঢাকায় কত সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের কাজ শুরু হয়? ক) ১৯০১ গ) ১৯১৯	খ) ১৯১১ ঘ) ১৯২০	গ
০৭	বাংলাদেশের কত শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত? ক) ৪ % গ) ০ %	খ) ৩ % ঘ) ২ %	গ
০৮	ঢাকায় ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর কোন দেশের ব্যক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ সূচনা করা হয়? ক) ভারত গ) জনৈক ব্রিটিশ	খ) পাকিস্তান ঘ) বাংলাদেশ	গ
০৯	কোন সংস্থাটি বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে? ক) EGCB গ) BPDB	খ) NWPGL ঘ) RPCL	গ
১০	কোন সংস্থাটি ইচউই থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে না? ক) WZPDCL গ) PGCB	খ) DPDC ঘ) DESCO	গ
১১	১৭ মার্চ ২০১৬ সালে ত্রিপুরা থেকে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়? ক) 500 MW গ) 160 MW	খ) 100 MW ঘ) 60 MW	খ
১২	২০১৭ সালে ত্রিপুরা থেকে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়? ক) 500 MW গ) 160 MW	খ) 100 MW ঘ) 60 MW	ঘ




ক্র.নং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৬		উত্তর
০১	বাংলাদেশের কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি পাওয়ার প্লান্ট আছে? ক) ঢাকা গ) খুলনা	খ) চট্টগ্রাম ঘ) বরিশাল	ক
০২	সাধারণত ড্রাইসেলে ইলেকট্রোড হিসেবে কি কি পাত ব্যবহৃত হয়? ক) কার্বন, দস্তা গ) কার্বন, তামা	খ) কার্বন, টিন ঘ) পিতল, দস্তা	ক
০৩	বাংলাদেশে ইন্টারকানেক্টেড গ্রিডের সংখ্যা কতটি? ক) ১ টি গ) ৩ টি	খ) ২ টি ঘ) ৪ টি	ক
০৪	কোনটি গ্রিড সাবস্টেশন? ক) 33/66 kv গ) 132/0.4 kv	খ) 66/33 kv ঘ) 132/33 kv	ঘ
০৫	ডিপিডিসি এলাকায় সিঙ্গেল ফেজ ভোল্টেজ হচ্ছে- ক) 230 volt গ) 250 volt	খ) 240 volt ঘ) 260 volt	ক
০৬	BERC কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ক) ২০০০ সালে গ) ২০০২ সালে	খ) ২০০১ সালে ঘ) ২০০৩ সালে	ঘ
০৭	বিটুমিন উৎপাদন কোম্পানি কয়টি? ক) ১টি গ) ৩টি	খ) ২টি ঘ) ৪টি	ক

০৮	সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়? ক) সিলেট খ) রাজশাহী গ) ময়মনসিংহ ঘ) খুলনা	ক
০৯	০-৭৫ ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য কত? (তথ্য পরিবর্তনশীল) (আপডেট জুন ২০২২) ক) ৪.১৯ টাকা খ) ৫.৭০ টাকা গ) ৩.৭৫ টাকা ঘ) ৩.৫০ টাকা	ক
১০	দেশের ২য় HVDC সাবস্টেশন কোথায় অবস্থিত? ক) ধানমন্ডি খ) ভেড়ামারা গ) দেবপুর ঘ) রামপুরা	গ
১১	সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কোন অঞ্চলে? ক) সিলেট খ) রাজশাহী গ) ময়মনসিংহ ঘ) খুলনা	খ
১২	বাংলাদেশে অন গ্রিড সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা কতটি? (ক) ১৫টি (খ) ৭টি (গ) ১১টি (ঘ) ৯টি	ঘ
**	ঝাড়খন্ড ভারত ১৬০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নেট ক্ষমতা ১৪৯৬ মেগাওয়াট) থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। যার ১ম ইউনিট ডিসেম্বর ২০২২ সালে চালু হবে। এবং যার ২য় ইউনিট মার্চ ২০২৩ সালে চালু হবে। (তথ্য সূত্র: বিপিডিবি ওয়েবসাইট)	

ক্র.সং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৭	উত্তর
০১	Bangladesh Gas Fields Company Limited এর নামকরণ করা হয় কবে? ক. ১৯৬৮ খ. ১৯৭২ গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫	ঘ
০২	LPG বোতলজাতকরণ ও বিতরণ প্ল্যান্ট কতটি? ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি	ক
০৩	SREDA কবে গঠিত হয়? ক. ২০১০ খ. ২০১২ গ. ২০১৪ ঘ. ২০১৫	গ
০৪	BAPEX কবে কার্যক্রম শুরু করে? ক. ১৯৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী খ. ১৯৮৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী গ. ১৯৮৯ সালের ৩রা এপ্রিল ঘ. ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই	ঘ
০৫	দেশে তেল বিতরণ কোম্পানি কয়টি? ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি	গ
০৬	দেশে প্রথম আইসোলেটেড গ্রিড হবে কোনটি? ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম গ. কুমিল্লা ঘ. নোয়াখালী	ঘ
০৭	দেশে 400 kv সার্কিটের লাইন কত কিলোমিটার? (তথ্য পরিবর্তনশীল www. powercell.gov.bd) ক. ৮৬১ খ. ৮৭০ গ. ১৬০০ ঘ. ১০৪০.৮১ আপডেট জুন ২০২২। আপডেট তথ্য পেতে কোডটি স্ক্যান করুন	
০৮	দেশে সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে NLDC এর সাথে কোন দেশ কাজ করছে? ক. চীন খ. ভারত গ. ফ্রান্স ঘ. জাপান	গ
০৯	PGCB সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে কোনটি ব্যবহার করে থাকে? ক. AIOS খ. GIS গ. AIS ঘ. AIPS	খ

১০	PGCB 400/230 kv সাবস্টেশনের সংখ্যা কতটি? (তথ্য পরিবর্তনশীল www.powercell.gov.bd) আপডেট তথ্য পেতে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন। ক. ১টি গ. ৫টি	খ. ২টি ঘ. ৪টি	
১১	পিজিসিবি Dispatch Capacity ৩২ কে.ভি লেভেল ভোল্টেজে কত? (ক) ২৮৫০০ মেগাওয়াট (গ) ২৮০০০ মেগাওয়াট	(খ) ৩০০০০ মেগাওয়াট (ঘ) ২৯০৬২ মেগাওয়াট	ঘ
১২	দেশে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা কতটি? (আপডেট জুন ২০২২) (ক) ৫৭ ও ৯৪ (খ) ৫৪ ও ৮১ (গ) ৫২ ও ৯০ (ঘ) ৫৮ ও ৯১ সূত্র: বিপিডিবি ওয়েবসাইট (আপডেট জুন ও জুলাই)		ক

ক্র.সং	পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৮	উত্তর	
০১	দেশে কয়টি গ্রিড সুইচিং স্টেশন আছে? ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি	খ	
০২	দেশে প্রথম GIS সাবস্টেশন কোথায় অবস্থিত? ক. গুলশান খ. দেবপুর গ. ভুলতা ঘ. হতিয়া	ক	
০৩	দেশে সর্বশেষ কবে ব্ল্যাক আউট হয়? ক. ২০০৯ গ. ২০১৪	গ	
০৪	দেশে আপকামিং সর্ববৃহৎ সুইচিং সাবস্টেশন কোথায় হবে? ক. টাঙ্গাইল গ. নারায়নগঞ্জ	ঘ	
০৫	দেশে তৃতীয় গ্রিড রিং কোথায় হবে? ক. চট্টগ্রাম গ. পাবনা	খ	
০৬	দেশে প্রথম সম্বলন লাইন কত ভোল্টেজের ছিল? ক. 66 kv গ. 230 kv	খ	
০৭	Low Generation High Demand এরিয়া কোনটি? ক. রংপুর গ. যশোর	ক	
০৮	দেশে অবসরকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা কয়টি? ক. ২টি গ. ৪টি	ঘ	
০৯	দেশে গ্রিড সাবস্টেশনের ক্ষমতা কত MVA)? (তথ্য পরিবর্তনশীল) ক. ৪২৪৩০ গ. ৪৪২৭০	খ. ৪৩৩২০ ঘ. ৫৫৭৮৭	
১০	বাংলাদেশে ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সী কত? ক. 50 Hz গ. 25Hz	খ. 60Hz ঘ. 30Hz	ক

১১	২০২১ সালের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে বর্তমান ২০২২ সালের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন এর মধ্যে পার্থক্য কত? (ক) ৫০০ মেগাওয়াট (খ) ৯০০ মেগাওয়াট (গ) ৮০০ মেগাওয়াট (ঘ) ৯৯০ মেগাওয়াট ব্যাখ্যাঃ ২০২১ সালের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১৩৭৯২ (২৭ এপ্রিল ২০২১) মেগাওয়াট এবং বর্তমান ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিলে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১৪৭৮২ মেগাওয়াট। পার্থক্য ৯৯০ মেগাওয়াট। ১৫ এপ্রিল সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১৫৬৪৮ মেগাওয়াট। পার্থক্য ১৮৫৬ মেগাওয়াট	ঘ
১২	বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস কত? (ক) ৯.৪৮% (খ) ১০.৮৮% (গ) ৮.৪৮% (ঘ) ৯.৮৮% আপডেট জুন ২০২২। আপডেট তথ্য পেতে কোডটি স্ক্যান করুন	গ 

ক্র.সং	BREB পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-৯	উত্তর
০১	দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি? ক. APSCL খ. মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ. পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘ. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র	গ
০২	বাংলাদেশের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. হিজলা খ. রূপপুর গ. সিদ্ধিরগঞ্জ ঘ. রামপাল	খ
০৩	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সহযোগী দেশ কোনটি? ক. রাশিয়া খ. চীন গ. জাপান ঘ. ভারত	ক
০৪	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং উৎস কোন নদী? ক. পদ্মা খ. যমুনা গ. মেঘনা ঘ. কর্ণফুলী	ক
০৫	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে ৬৬০ মেগাওয়াট কবে চালু হয়? ক. ১৪ মে ২০২০ গ. ২৪ মে ২০২০	ক
০৬	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২য় ইউনিটের ৬৬০ মেগাওয়াট কবে চালু হয়? ক. ২৬ আগস্ট ২০২০ গ. ২৭ আগস্ট ২০২০	ক
০৭	দেশের প্রথম আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট কোনটি? ক. APSCL খ. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ. পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘ. মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	গ
০৮	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত? ক. ১২০০ মেগাওয়াট গ. ৬৬০ মেগাওয়াট	খ
০৯	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. পটুয়াখালী খ. বাগেরহাট গ. কক্সবাজার ঘ. খুলনা	ক
১০	দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি গ. বান্দরবান ঘ. চট্টগ্রাম	ক
১১	বিশ্বে কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে? ক. রাশিয়া খ. ফ্রান্স গ. কানাডা ঘ. যুক্তরাষ্ট্র	ঘ
১২	কোন দেশে সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক চুল্লী রয়েছে? ক. রাশিয়া খ. ফ্রান্স গ. কানাডা ঘ. যুক্তরাষ্ট্র	ঘ

ক্র.সং	BREB পাওয়ার সেক্টর মডেল টেস্ট-১০	উত্তর
০১	দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কত মেগাওয়াট সম্পূর্ণ? ক. ২৫০ মেগাওয়াট খ. ২২৫ মেগাওয়াট গ. ২২০ মেগাওয়াট ঘ. ২৩০ মেগাওয়াট	ঘ
০২	দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. ১৯৬১ সালে খ. ১৯৬২ সালে গ. ১৯৫৯ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে	খ
০৩	কাগুই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর উপর অবস্থিত? ক. কর্ণফুলি খ. নাফ নদী গ. সাংগু নদী ঘ. মাতামুহুরি নদী	ক
০৪	বিশ্বের সর্ববৃহৎ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. চীন খ. ভারত গ. রাশিয়া ঘ. যুক্তরাষ্ট্র	ক
০৫	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? ক. মহেশখালী খ. সোনাগাজী গ. রামপাল ঘ. কলাপাড়া	ক
০৬	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত? ক. ১৩২০ মেগাওয়াট খ. ১২০০ মেগাওয়াট গ. ২৪০০ মেগাওয়াট ঘ. ৬০০ মেগাওয়াট	খ
০৭	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত? ক. চট্টগ্রাম খ. বাগেরহাট গ. কক্সবাজার ঘ. ঝিনাইদহ	গ
০৮	মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহৃত জ্বালানি কোনটি? ক. কয়লা খ. গ্যাস গ. HFO ঘ. কোনটি নয়	ক
০৯	রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত? ক. খুলনা খ. বাগেরহাট গ. কুষ্টিয়া ঘ. পটুয়াখালী	খ
১০	রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহযোগী দেশ? ক. ভারত খ. চীন গ. রাশিয়া ঘ. জাপান	ক
১১	মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় বিদ্যুৎ বিভাগকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২ প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।	
১২	বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, ও বিতরণের সমন্বিত সংস্থা হিসেবে মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতাসহ যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।	

Md. Atikul Islam (Contact: 01706234613)

Author of